সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সং ৪৯

সত্যনারায়ণের পুঁথি

শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত

শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল করিম-সম্পাদিত

লালগোলাধিপতি

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২২

মূল্য— সাধারণের পক্ষে ৶০
শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৵১০
পরিষদের সদস্য পক্ষে ৴০

MOHEARY PUBLIC LIB ESTD 1890
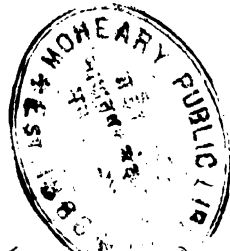
ভূমিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ অসংখ্য দেব-দেবীর লীলাক্ষেত্র। ভারতের ধর্ম্মেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এ দেশে এক এক সময়ে এক এক দেবতা আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া লোক-সমাজে বিলক্ষণ প্রভাব ও মহিমা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তার পর সেই দেবতার তিরোভাব ও অপর দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। যুগে যুগে ভারতে কেবল এরূপ দেবতার উপর দেবতার আবির্ভাব ও তিরোভাবই চলিয়া আসিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও এই ভাবের বিরাম নাই। কালে কালে এরূপ অসংখ্য লৌকিক দেবতার সৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একবারে দেব-দেবীর লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছে। এক দিন সত্যপীর, মাণিকপীর প্রমুখ লৌকিক দেবতাদের সৃষ্টিও সম্ভবতঃ এই ভাবেই হইয়াছিল।

লৌকিক দেবতার সৃষ্টি-বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন;—"লৌকিক দেবগণের পূজা-প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিত মাতা কি মাতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চিরপ্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ্ নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়-রূপে উপনীত হইলেন। এক জনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর

এক জনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদ্ ত্রাণ-কারিণী; ইনি বসন্ত কালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিংবা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই,—এখানে ইনি শুধু বিপদ্‌বারিণী। সত্যনারায়ণ ননীচোরা গোপাল হইতে পৃথক্ বস্তু; ইনি অর্থ-সম্পদ্‌দাতা কুবেরস্থানীয়।"* তা যেরূপেই হউক, বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠী, শীতলা ও মনসা প্রভৃতির পূজার মত সর্ব্বজনপ্রিয় এই সত্যপীর-পূজাও যে বহু ব্যাপকভাবে বহু দিন হইতে দেশে সুপ্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল দেবতার পূজা কখন্ কি ভাবে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ-পূজার মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আরম্ভ-ভাগ এইরূপ;—
"একদা শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসশিষ্য সূত তাঁহাদিগকে বলিলেন,—পূর্ব্বে ভগবান্ কমলাপতি দেবর্ষি নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনারা সমাহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ মানবগণের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন,—

"মর্ত্ত্যলোকে জনাঃ সর্ব্বে নানা ক্লেশসমন্বিতাঃ।
নানা যোনি-সমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপকর্ম্মভিঃ॥
তৎ সর্ব্বং শময়েন্নাথ লঘূপায়েন তদ্বদ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং কৃপাস্তি যদি তে ময়ি॥"

অল্প সময়ে সামান্য উপচারে যে কোন দিনে সর্ব্বসাধারণে

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহাতে অনুষ্ঠান করিতে পারে, ভগবান্ তাই সত্যনারায়ণ-ব্রতের বিধান ও উপদেশ করিলেন।

স্কন্দ পুরাণের বিধান দেখিয়া মনে হয়, হিন্দুসমাজে সত্য-নারায়ণ পূজা প্রচলিত হইবার সম্ভবতঃ উহাই মূলীভূত কারণ। হিন্দুর সত্যনারায়ণ আর মুসলমানের সত্যপীর যে একই দেবতা বই নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি আদৌ হিন্দুর দেবতা, কি মুসলমানের পীর ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই। 'সত্য' নামধেয় কোন দেবতাতে হিন্দুগণ 'নারায়ণ' শব্দ যোগ করিয়া হিন্দুর এবং মুসলমানগণ 'পীর' শব্দ যোগ করিয়া মুসলমানের করিয়া লইয়াছেন, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু বাঙ্গালার সত্যনারায়ণী সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখা যায়, সত্যনারায়ণ মুসলমানের সত্যপীর ভিন্ন আর কেহই নহেন। বাঙ্গালা অভিধানে দেখিতে পাই, সত্যনারায়ণ অর্থে দেবতাবিশেষ বা সত্যপীরকে বুঝায়। আবহমান কাল-প্রচলিত লোকমত হইতেও জানা যায় যে, সত্যনারায়ণ আর সত্যপীর অভিন্ন। 'সত্যপীর' আখ্যায় 'পীর' শব্দের সংযোগ দেখিয়া সহজেই তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং দেশের সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসও তাহাই। যদি এই অনুমান ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে মুসলমান আগমনের ঠিক পরেই ভারতে সত্যপীরের প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়।

হিন্দুর প্রচলিত শাস্ত্রীয় দেবতাদের মধ্যে সম্ভবতঃ সত্য-নারায়ণের নাম নাই। একমাত্র স্কন্দপুরাণেই সত্যনারায়ণকে হিন্দু-দেবতার আসন প্রদান করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের রচনাকাল আমাদের জানা নাই, কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ইহা হইতে এই

বুঝিতে পারা যায় যে, উহা রচিত হইবার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে ভারতে সত্যনারায়ণ-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় মুসলমানদের সত্যপীরই যে হিন্দুর সত্যনারায়ণে পরিণত হন নাই, এরূপ অনুমান না করিয়া পারা যায় কিরূপে ?

ঐরূপ অনুমানের অনুকূলে আরও একটা কারণ দেখা যায়। "কস্মিন্ দিনে ভক্তিশ্রদ্ধা-সমন্বিতচিত্তে নিশামুখে রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চূর্ণকম্ অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়ং তথা"—হিন্দুর সত্যনারায়ণ-পূজার এই উপকরণ মুসলমানদের সত্যপীরের সিন্নিতে প্রদত্ত উপকরণেরই অনুরূপ। হিন্দুর পূজা আর মুসলমানের সিন্নিতে একটু প্রকার-ভেদ থাকিলেও মূলতঃ উভয়ই এক বই আর কিছুই নহে। মুসলমানের পীর পয়গাম্বরকে হিন্দুর দেবতারূপে গ্রহণ কিছু বিসদৃশ বোধ হওয়ার কোন কারণ দেখি না। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায়, যে দেশবাসী বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, সকলেই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন। এই ভাব হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল। হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে সাধু বৈষ্ণবের সেবা করা একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হিন্দু-শাস্ত্রমতে অতিথি দেবতা এবং সাধু অতিথি নারায়ণতুল্য। এখনও যদি কোন হিন্দু সাধুর সহিত অপর সাধুর সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁহাকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করেন। মুসলমানগণও অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং যে কোন সাম্প্রদায়িক হউন না কেন, ফকিরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ফকিরগণ এই ভাবের সুবিধা পাইয়া অনেক সময় নিরীহ লোকদিগের প্রতি কত অত্যাচার করিয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু

ও মুসলমানের সাধু ও ফকিরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং এখনও আছে। এই সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর-পূজা এক সময়ে এই উভয় জাতির মিলন-ভূমি হইয়াছিল, যেখানে তাঁহারা একত্রে একই দেবতার পূজা করিবার সুযোগ পাইতেন।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ভাবই থাকুক না কেন, প্রাচীন কালে তাঁহাদের মধ্যে একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব যে অত্যন্ত প্রবল ও গভীর ছিল, পুরাবৃত্তের আলোচনা দ্বারা তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহারা তখন পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও একে অন্যের আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদাদির অনুকরণ বা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তৎকালে হিন্দুগণ মুসলমানের কোন কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে এবং মুসলমানগণও হিন্দুগণের কোন কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে কিরূপে আপনাদের স্বজাতীয় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা অধুনা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা সময়ে সময়ে দেশের শান্তিভঙ্গ হইলেও তখন জনসাধারণের মধ্যে যে একটা নিবিড় শান্তি ও প্রীতির ভাব এবং সহানুভূতির বন্ধন বিদ্যমান ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব হইতেই পরে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারতার ভাব আসিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহারই ফলে এক দিন হিন্দু-সমাজে মুসলমানদের সত্যপীরাদির পূজা আর মুসলমান-সমাজে হিন্দুর মনসা পূজা ও কাত্যায়নীর ব্রত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই উদারতা ও সুহৃদ্ভাবই এক সময়ে হিন্দু-সমাজকে মুসলমানের মস্‌জিদ-দরগাহের প্রতি ভক্তি ও মুসলমানের পীর আউলিয়ার

প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রণোদিত করিয়াছিল। আবার সেই উচ্চ উদারতা ও সম্প্রীতির ভাবই একেশ্বরবাদী মুসলমান কবিগণকে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনায় এবং সৈয়দ জাফর ও মির্জ্জা হোসেন আলিকে কালী-মাহাত্ম্য-রচনায় এবং গাজী দরাফকে গঙ্গা পূজায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তখন উভয় জাতির আচার-ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে এতই পরিগৃহীত হইয়াছিল যে, যদি আজ পর্য্যন্ত সেই ভাব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিত, তবে এত দিনে যে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্ম-বিষয়ে এত বৈষম্য থাকা স্বত্ত্বেও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া এক মহা মিলন-ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু হায়! তে হি নো দিবসা গতাঃ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক দিন বড় সাধে যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কালের ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া তাহা একবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে! পরস্পর শত্রু-ভাবাপন্ন থাকিয়াও হিন্দু-মুসলমান এক সময়ে অলক্ষ্যে এক মহা মিলন-পথের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, আর আজ উভয়ে এক অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু বলিতেছিলাম, মুসলমানের মধ্যেও বা সত্যপীর কে? মুসলমান—দরবেশ বা আউলিয়াগণের মধ্যে উক্ত নামধেয় কেহ আছেন বলিয়া ত জানা যায় না। তথাপি তাঁহার নাম সত্যপীর হইল কেন? মুসলমান-সমাজে সত্যই কি তন্নামধেয় কোন পীর ছিলেন অথবা কোন পীর বা ফকিরকে এই উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল? তিনি কি শরীরী বা অশরীরী জীব? এ সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে উদিত হয়। কিন্তু ভারতের বাহিরে মুসলমান

রাজ্যাদিতে সত্যপীরের প্রভাব আছে কি না, না জানিলে তাহাদের সমাধান একরূপ অসম্ভব। জগদ্বিখ্যাত বোগ্‌দাদ নগরে প্রাচীন কালে মনসুর হাল্লাজ নামধেয় মহাতপোবলসম্পন্ন জনৈক সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি সাধন-পথে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, শেষে আপনাকে "আনল হক" বা "আমি সত্য" বলিয়া প্রচারিত করেন। সকলেই জানেন, ইস্‌লাম ধর্ম্মে ঈশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তন্মতে পরমেশ্বরই একমাত্র 'সত্য' হইতে পারেন। সুতরাং মনসুরের উক্তবিধ বাক্য ইস্‌লামের সত্তার একান্ত বিরোধী ছিল। তদীয় মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া বোগ্‌দাদের তাৎকালীন ধর্ম্ম-যাজকগণ সকলে একবাক্যে তাঁহাকে "কাফের" সাব্যস্ত ও তাঁহার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে, সেই দণ্ডের ফলে তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হইলে, সেই সকল খণ্ডিত দেহাংশ হইতেও "আনল হক" শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। বিস্ময়-বিমূঢ় ধর্ম্মযাজকগণ তার পর ঐ সকল দেহখণ্ড কুড়াইয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন ভস্মস্তূপ হইতেও 'আনল হক' শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথার সহিত আমাদের প্রসঙ্গের সম্পর্ক না থাকায় এখানে তাহার বিবৃতি হইতে বিরত রহিলাম।

মনসুরের প্রচারিত এই উক্তি তখন দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই। কে বলিবে, এই মহর্ষি মনসুর হাল্লাজই লোকমুখে 'সত্য' আখ্যায় আখ্যাত হইতে হইতে পরে মুসলমানের 'সত্যপীরে' এবং হিন্দুর 'সত্যনারায়ণে' পরিণত হন নাই? অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাত্মগণকে দেবতার আসনে বসান

মানুষের স্বভাবসিদ্ধ চির-প্রচলিত রীতি। সত্যপীর সম্বন্ধে আমাদের এই অনুমানের কোন সারবত্তা আছে কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বাঙ্গালার সুধীবর্গকে অনুরোধ করি।

ঐ সত্যপীর যিনিই হউন না কেন, ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ—তিন জাতিরই ঘরে ঘরে তিনি 'একান্ত পরিচিত দেবতা বা পীর,—তিন জাতিরই ঘরে তিনি পূজা পাইয়া থাকেন বা এক সময়ে পাইতেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, ইহা একান্ত বিস্ময়ের কথাও বটে, ক্ষোভের কথাও বটে।

মুসলমানেরা সত্যপীরকে এক অলৌকিক দৈব শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করেন এবং হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। তদীয় মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, তাঁহাকে কোথাও খোদা, কোথাও বা পয়গাম্বর এবং কোথাও বা ফকির বলা হইয়াছে। কোথাও বা ভক্ত হিন্দু কবি তাঁহাকে নারায়ণের আসনে বসাইয়া তদীয় চরণে ভক্তির পুষ্প-মাল্য অর্পণপূর্ব্বক নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, সম্রাট্ আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতিই প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইতেন এবং তাঁহার মতে যে কোন ধর্ম্মে থাকিলেই লোকের মোক্ষলাভ হইতে পারে। তিনি সকল ধর্ম্মেরই প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজসভায় আনাইয়া তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন। কথিত আছে, তিনি সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন। এই ধর্ম্মকে "দীন এলাহী" নামে অভিহিত করিয়া তিনি আপনাকে উহার ঈশ্বর-প্রেরিত প্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সম্রাট্ আকবরের প্রচারিত উক্ত “দীন এলাহী” ধর্ম্মই সত্যপীর ধর্ম্মে পরিণত হইয়া দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মতের পোষকতায় তিনি বলেন, রাজানুগ্রহ ব্যতীত কোন ধর্ম্মই এরূপ ব্যাপক ভাবে দেশময় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা পুথি-সংগ্রহ আরম্ভ হয়, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত সত্যনারায়ণের পুথি প্রায় প্রত্যেক গ্রাম হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই এই সত্যনারায়ণের পূজা দেখিয়াছেন। তার পর বৈষ্ণব মহাজনগণের কবিতাদির মধ্যে এই সত্যনারায়ণ দেবতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, সত্যনারায়ণের পূজা বৈষ্ণব মহাজনের অভ্যুদয়ের পরে অর্থাৎ সম্রাট্ আকবরের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল।

তিনি আরও একটি কথা বলেন,—সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর-পূজকদিগের সহিত তান্ত্রিকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহা সত্য-পীরের পুথিতেই পাওয়া যায়। তান্ত্রিকেরা নানা বীভৎস আচরণ করিয়া যোগবলে কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করেন। সত্যপীর-পূজকেরা দেখাইলেন যে, শুদ্ধাচরণ করিয়াও যোগবলে সেরূপ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

দেশে এক সময়ে সত্যপীরের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং এখনও কতকটা আছে, তাহা একবারে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য্য যে, কালপ্রভাবে লোক-হৃদয়ে তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধা এখন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শুধু সত্য-পীরের প্রতি নহে, প্রাচীন সকল ধর্ম্ম-মতের প্রতিই যে অধুনা আমাদের বিশ্বাস অনেকটা শিথিলীভূত হইয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জগতের এই পরিবর্ত্তন-শীলতা মানব-হৃদয়ে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া সংসারে এক এক সময়ে এক এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া আসিতেছে। এই বিবর্ত্তনের ফলেই সংসারে এক কালে এক মহাশক্তির আবির্ভাব ও আর এক মহাশক্তির তিরোভাব হইয়া আসিতেছে। অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাস স্থাপন মানব-স্বভাবের এক দুর্ব্বলতা হইলেও স্বাভাবিক। এক দিন সত্যপীরের আবির্ভাবও ঠিক এই ভাবেই হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সত্যপীরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এখন যেটুকু আছে, আর কিছু দিন পরে হয় ত তাহাও থাকিবে না। শ্রদ্ধা থাকুক আর নাই থাকুক, সত্যপীরের নাম কিন্তু বাঙ্গালা হইতে একবারে মুছিয়া ফেলা বড় শক্ত কাজ। শক্ত কাজ কিরূপে, এখন সে কথাই একটু বলি।

কুড়ি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, বাঙ্গালীর কোন প্রাচীন সাহিত্য নাই। এখন সকলের সে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর এক বিরাট-কলেবর প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-জগতের মত প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেরও এক এক যুগে এক এক দেবতার প্রভাব পরি-স্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণ প্রথমে লোকের হৃদয়-রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। লোকের হৃদয়-রাজ্য হইতে শেষে তাহা তাঁহাদের সাহিত্য-রাজ্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সত্যনারায়ণের প্রভাব-কালে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এক

সত্যনারায়ণী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে সত্যনারায়ণের গণ্ডী খুব সীমাবদ্ধ, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাপি সেই সাহিত্যের এক কোণে তাঁহার একটা স্থান আছে। কালমাহাত্ম্যে লোক-হৃদয় তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের এক কোণস্থিত সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকু অবলম্বন করিয়াই তিনি বাঙ্গালায় চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাকে সে স্থান হইতে বিচ্যুত করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

মনসা ও চণ্ডী-সাহিত্যের মত সত্যনারায়ণী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ না ঘটলেও উহার পরিসর যে নিতান্ত কম নহে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্যনারায়ণী পূজার যেমন বহু প্রচার ঘটিয়াছিল, সত্যনারায়ণী সাহিত্য-প্রচারেও তেমন বঙ্গের বহু কবি লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কত কবির গাথা ইতিমধ্যে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কত কবির রচনাবলী গৃহস্থের নিভৃত গৃহকোণে লুক্কায়িত থাকিয়া নিয়তির কোলে মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে, কে বলিবে ? এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বিষয় জানা গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য বলিয়া মনে করা যায় না। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, দ্বিজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ফকিররাম দাস, লালা জয়নারায়ণ সেন, দ্বিজ কাশীনাথ, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, দ্বিজ রামভদ্র, বিকল চট্ট, শঙ্করাচার্য্য, দ্বিজ জয়দেব, দীনহীন দাস, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, দ্বিজ রামানন্দ, দ্বিজ পণ্ডিত, ফকিরচাঁদ, দ্বিজ রঘুনাথ, জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালায় একটা সত্যনারায়ণী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। দীনেশ বাবুর কথায় বলিতে গেলে, "আকরে খাঁটি

স্বর্ণের পার্শ্বে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডী-কাব্য, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি (সত্যনারায়ণী পুথি প্রভৃতি) সেইরূপ দেখায়। * * * * এই সব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিংবা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময় চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষ-চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ।"

আগেই বলিয়াছি, স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ-পূজার মূল পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের কবিগণ তাঁহাদের গাথাগুলির রচনায় কেহই মূলের অনুসরণ করেন নাই। প্রায় সকলেই নূতন ভাষার একটা নামমাত্র আবরণ দিয়া একই জনের রচিত বা উদ্ভাবিত গল্প আপন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে গল্প ও ভাবগুলি সামান্য ইতর-বিশেষ সত্ত্বেও নিতান্ত এক-ঘেঁয়ে ও অস্থিসার হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের সীমা-বন্ধনী অতিক্রম করিতে না পারিয়া অনেকের প্রতিভাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত নয় নাই। ক্বচিৎ দুই একজন কবি আপন কল্পনা-বলে সম্পূর্ণ নূতন গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই কল্পনার দৌড়ও বড় বেশী নহে। যে পুথির ভূমিকা লিখিতে যাইয়া এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা করিয়াছি, তাহার রচয়িতা শ্রীকবি-বল্লভ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে একতম। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াই আমরা এ দীর্ঘ-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী

মহাশয় মুরসিদাবাদ হইতে এই পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহার চট্টগ্রাম অবস্থানকালে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা আমাকে দেখিতে দেন। তাঁহার সংগৃহীত সেই একখানি মাত্র পুথি অবলম্বন করিয়াই ইহা সম্পাদিত এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে আজ সাধারণ্যে প্রচারিত হইল। একখানি মাত্র পুথিকে আদর্শ করিয়া এরূপ প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিতে গেলে যে যে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, এই পুথির সম্পাদনেও সেই সকল দোষ রহিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা সত্ত্বেও তৎসমুদায় পরিহার করিতে পারি নাই। এই কথাটুকু বিবেচনা করিয়া সুধীগণ আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ আশা করিতে পারি।

পুথিখানিতে কবির কোন পরিচয় বা প্রতিলিপি-কারকের কোন নাম-ধাম নাই। শেষোক্ত ব্যক্তির নাম-ধাম জানা গেলে অন্ততঃ পুথিখানি কোন্ দেশীয়, তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারিত। পুথির সর্ব্বত্র যে ভণিতা আছে, তাহা এই,—

"সত্যনারায়ণপদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥"

ইহা হইতে শুধু এই মাত্র জানা যায় যে, কবির নাম বল্লভ ছিল। এ স্থলে "শ্রীকবি" সম্ভবতঃ তাঁহার উপাধিবাচক। তিনি নিঃসন্দেহে একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। সুতরাং এ স্থলে তাঁহার উক্ত উপাধি স্বগৃহীত, কি পরপ্রদত্ত, তাহা না জানিলেও অশোভন হয় নাই। তাঁহার নাম যে বল্লভ ছিল,—কবিবল্লভ ছিল না, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতেও পরিস্ফুট হইবে ; যথা,—

"রাজকন্যা কহে কিছু ফকিরের পায়।
হুকুম পীরের শ্রীবল্লভ কবি গায় ॥"

তাঁহার নাম বল্লভই হউক, আর কবিবল্লভই হউক, উহা তাঁহার নামাংশ মাত্র,—পূর্ণ নাম নিশ্চয়ই নহে। এ অবস্থায় তাঁহার জাতি নির্ণয় করিতে যাওয়া আর অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা একই কথা নহে কি? তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতেই একরূপ জানা যায়,—

"বেদবিধি মত　　বল্লভ গান গীত
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস।"

কবিবল্লভ নামধেয় বা উপাধিধারী আর কোন কবি প্রাচীন সাহিত্যে আছেন কি না, জানি না। পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা নারায়ণ দেবের ঐরূপ একটা উপাধি ছিল বটে, কিন্তু তিনিই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এ স্থলে সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ ত আমরা দেখি না।

কবির নামই যখন সম্পূর্ণ জানা গেল না, তখন তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করা যাইবে কিরূপে?

"সপ্তগ্রাম বাহি সাধু পাইলা ত্রিপিণী (ত্রিবেণী)।
হুগলী প্রবেশ হল্য সাধুর তরণী॥
নাএ* বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ।
তিন দিন বাহি সাধু পাইল দিগঙ্গ॥
সাধুর প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
ডাহিনে বাহন চাএ বামে খড়্দহ॥
মগরা সাগর রাখি সঙ্গম বাহিল।
কহর দরিয়ায় সাধু উপনীত হল্য॥"

পুথির এই অংশ হইতে কবির বাসস্থান সম্বন্ধে কতকটা ধারণা

---

* নাএ—নৌকায়।

করা যাইতে পারে। প্রাগুদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত 'দিগঙ্গ' একটি থানার নাম। উহা বারাশাত মহকুমার অধীন এবং ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত। পুথিতে যে সকল শব্দ ও ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কবিকে উক্ত জেলা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থলবাসী অনুমান করা যাইতে পারে।

মূল পুথিখানি ১১৬২ সাল ১৮ই বৈশাখ তারিখে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উহার বয়স এখন ১৬০ বৎসর। ইহার অন্ততঃ ৪০ বৎসর কাল পূর্ব্বে পুথিখানি রচিত হইয়াছে অনুমান করিলে, উহাকে প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে যে সকল কবি নূতন গল্পের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের এই কবি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পাঠকগণ দেখিবেন, এই পুথির গল্পটি যেমন অভিনব, তেমনই সুন্দর ও মনোজ্ঞ। এমন সুন্দর সত্যনারায়ণ পুথি বাঙ্গালায় আর আছে কি না, জানি না। ইহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী উভয়ই প্রশংসনীয়। কবি যে বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, গ্রন্থের প্রত্যেক পত্রেই তাহার পরিচয় বিদ্যমান। কবিত্ব-শক্তিতেও তিনি নিতান্ত হীন ছিলেন মনে হয় না। পুথিখানি পাঠ করিয়া রসজ্ঞ পাঠকেরা বিমল আনন্দ লাভ করিবেন, সহজেই এরূপ আশা করিতে পারি।

পুথিতে যে সকল নূতন বা দুরূহ শব্দাদি পরিলক্ষিত হয়, পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ তাহাদের অর্থাদি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য, পুথিখানির সংগ্রাহক ও বর্ত্তমান মালীক আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পরম উদারহৃদয়

শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় কৃপা করিয়া ইহার প্রকাশের জন্য আমাকে অনুমতি না দিলে এত শীঘ্র ইহা লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ ছিল। তাঁহার এই উদারতার ফলে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কল্যাণেই আজ ইহা ধ্বংসের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক-বৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিল। রঞ্জন বাবুর এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য আমি আজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। এ জন্য তিনি সাধারণেরও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রাম।
১২ই আষাঢ়, ১৩২২ সাল।

আব্দুল করিম

সত্য-নারায়ণের পুথি

/৭ রাধাকৃষ্ণ ।

সত্যনারায়ণের পুস্তক লিক্ষতে ।

রাজ আঙ্গায়[১] সদানন্দ বিনোদ সদাগর ।
সফর জাইতে সাজাইল মধুকর ॥
দুহাকার অঙ্গনা মদনে সমর্পিয়া ।
মদনে দুহার হাথে দিলেন তুলিয়া ॥
সুমতি কহেন আপনার প্রাণনাথে ।
কনক কঙ্কণ আন্যা দিবে মোর হাথে ॥
কুমতি কান্তের ঠাই করেন প্রণতি ।
আমার নিমিত্যো[২] আন্য সুবর্ণের সিথি ॥
পশ্চাত মদন বলে ভাই বিদ্যমান ।
আমার কারণে দাদা আনিহ সয়চান ॥ ৫
তিন জনের কথা সাধু জয়পত্রে লেখে ।
রই ঘর চাপিয়া সাধু বসিলা কৌতুকে ॥

(১) আঙ্গায়—আজ্ঞায় । (২) নিমিত্যো—নিমিত্ত ।

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর॥
সপ্তগ্রাম বাহি সাধু পাইলা ত্রিপীনি[1]।
হুগলি প্রবেস হল্য সাধুর তরণি॥
নাএ[2] বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ।
তিন দিন বাহি সাধু পাইল দিগঙ্গ[3]॥
সাধুর প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
ডাহিনে বাহন (?) চাএ বামে খড়দহ॥ ১০
মগরা সাগর রাখি সঙ্গম বাহিল।
কহর দরিয়ায় সাধু উপনীত হল্য॥
সদাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়।
পাথরের গৌর[4] এক ভাসায় দরিয়ায়॥
নিত্য[5] করে নিত্যকী[6] কীর্ত্তরে গিত গায়।
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব সোভা পায়॥
মৃগছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ[7] করে পশ্চিমমুখ হয়্যা॥
নানা ফুল বিকসিত গোরের উপর।
দেখিয়া বিস্ময়[8] হল্য দোন সদাগর॥ ১৫

(১) ত্রিপীনি—ত্রিবেণী।
(২) নাএ—নৌকায়।
(৩) দিগঙ্গ—দেগঙ্গা।
(৪) গৌর—গোর, কবর।
(৫) নিত্য—নৃত্য।
(৬) নিত্যকী—নৃত্যকী।
(৭) নিমাজ—নমাজ।
(৮) বিস্ময়—বিস্ময়।

কর্ণধার কাণ্ডার বাঙ্গালে করে সাক্ষি।
দহের উপরে বড় বিপরীত দেখি ॥
জয়পত্রে সদাগর লিখ্যা পড়্যা নিল।
বঙ্গ দুই তিন রাখি পাটন পাইল ॥
কাঁকড়া পেলিয়া দহে রাখে মধুকর।
নাএ বস্যা বাদ্য করে গাঠ্যার গাবর ॥
বঙ্গেশ্বর নৃপতি আছেন সিংহাসনে।
ঘাঠেতে বাজনা বাজে স্তুনিল শ্রবণে ॥
দুর্জ্জন কোটালে ডাক্যা বলে সিঘ্রগতি।
তল্লাষ জানহ ঝাট দিল অনুমতি ॥ ২০
ঘর দল জদি হয় পৌরস করিবে।
পরদল জদি হয় বান্ধিয়া আনিবে ॥
সত্য-নারায়ণ পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥

—০—

নৃপতি আদেসে সাজে দুর্জ্জন কোটাল।
ফিরায় বরছি মুল্ল(১) পীঠে পেলে ঢাল ॥
কসিয়া কমর বান্ধে করে টন টন।
শ্রীরামের রণে জেন সাজিল রাবণ ॥
আঠার কুতুব তারা চলে চারি ভিতে।
লক্ষ্মণের রণে জেন সাজে ইন্দ্রজিতে ॥ ২৫

(১) এই শব্দটি 'মল,' কি 'মুল,' ঠিক বুঝা গেল না।

কোটালের মামা সাজিল বীরাসনে।
প্রবল প্রতাপ জেন সূর্য্যের কিরণে॥
গোফে তোলা দেই ঘন ডাকে হান হান।
অর্জ্জুনের সমরেতে জেন বজ্রবান॥
কোটালের জামাতা চলিল ভগীরথ।
অর্জ্জুন সমরে জেন সুধর্ম্মা সুরথ॥
ঘাড়কের পিঠে কেহ দামামা বাজায়।
রাঙ্গা ধুলা মাখে গায় উড়া পাক খায়॥
দসনে অধর কেহ কাপে কোপ দিঠে।
দুর্জ্জন কোটাল সাজে বারণের পীঠে॥ ৩০
দণ্ড মাত্র ঘাটে উত্তরিলা নিসাচর।
ডাকিয়া বলেন কোথাকার সদাগর॥
সাধু বলে উত্তর দেশেতে ঘর করি।
সদা করি সদাগর কারে নাহি ডরি॥
প্রিত হইলে ব্যেবসা করিব এইখানে।
নতুবা চলিয়া আমি জাব অন্য স্থানে॥
কোটাল আস্বাষ করে আদপের নামে।
ত্বরায় চলিলা সাধু নৃপতির স্থানে॥
ভেট দিঞা নৃপবরে করিল জোহার।
জিজ্ঞাসিল নৃপতি সকল সমাচার॥ ৩৫
সাধু বলে উত্তর দেশেতে মোর বাড়ি।
বেপারে আস্যাছি ভূপ লয়্যা টাকা কোড়ি॥

গঙ্গায় তরণী পরে করি আরোহণ।
নানা দেস বাহি কইলাঙ সাগর দর্শন[১] ॥
কহর দরিয়ায় জবে হল্যাম উপনীত।
সেখানে দেখিলাম রাজা বড় বিপরীত ॥
পাথরের গোর এক ভাসয়ে দরিয়ায়।
নৃত্য করে নিত্যকী কিন্নরে গিত গায় ॥
বাঘ ছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিমমুখ হয়্যা ॥ ৪০
রাজা বলে জদি সত্য তোমার বচন।
তুরঙ্গ বারণ দিব চামর চন্দন ॥
মিথ্যা হইলে গাঠ্যার গাবরে দিব ষুলী[২]।
তোমারে কাটিয়া সাধু পুজিব বাষুলী ॥
রাজা সাধু দুই জনে করি পণাপণ।
চতুরঙ্গ দলে সবে করেন গমন ॥
কহর দরিয়ার মাঝে গেল নৃপবর।
সদাগরে গোসা দিল কৈল পেকাম্বর[৩] ॥
নৃপতি বলেন সাধু স্তন মন দিয়া।
পানিতে পাথর ভাসে দেহ দেখাইয়া ॥ ৪৫

---

(১) 'দর্শন' স্থানে মূলে আছে 'দ্রসন'।
(২) ষুলী—শূল। ষুলা দিব—শূলে চড়াইব।
(৩) পেকাম্বর—পয়গাম্বর।

চারি দিগে নিরক্ষণ করে সদাগর।
না দেখে পাসান গোর দহের উপর ॥
এত স্নুনি মহারাজা হল্য ক্রোধভর।
সাক্ষি দিয়া খাল্লাস হইবে সদাগর ॥
সাক্ষী দিতে কর্ণধারে আনে আদেসিয়া।
নৃপবরে জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মাধর্ম্ম দিয়া ॥
সত্য কহ কর্ণধার পুর্ব্বমুখ হয়্যা।
সাতানই পুরুষ তোমার আছে মুখ চায়্যা ॥
সত্য কহিলে স্বর্গ ভোগ বলে দেবগণ।
মিথ্যার কেবল শাস্তি নরকে গমন ॥ ৫০
সাক্ষী বলে মহারাজা নিবেদি চরণে।
বচনেত আছি সাক্ষি না দেখি নয়নে ॥
নৃপতি বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।
আপনার সাক্ষে বেটা হারিল আপন ॥
কোটালে করিল আঙ্গা[১] বান্ধিল সাধুরে।
লুটিয়া নায়ের মাত্তা[২] নিলেক ভাণ্ডারে ॥
কান্দে যত বাঙ্গাল মাথায় হাথ দিয়া।
জলে পড়ি কোন জন চলিল ভাসিয়া ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে হাথ মারিয়া কপালে।
খুদ খাবার মালা মোর ভাস্যা গেল জলে ॥ ৫৫

(১) আঙ্গা—আজ্ঞা। (২) মাত্তা—জিনিস-পত্র।

আর বাঙ্গাল কান্দে করিঞা করুণা।
টোনাপোস্তের হোলা গেল সত টেনা ॥ (?)
আর বাঙ্গাল বলে মোরে কি হল্য বিধাতা।
ষাঙ্গা[1] মায়্যা হোলার[2] বেটা সেই রহিল কোথা ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই না দেখি নিস্তার।
বুড়া বুড়ি মাতা পিতা না দেখিলু আর ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই বিদেশেতে মরি।
এমত নাহিক বস্ত্র উভ করি পরি ॥
চারি দিগে পালাইল গাঠ্যার গাবর।
সদাগরে বান্ধ্যা লয়্যা গেল নিশাচর ॥ ৬০
বলি দিয়া বাষুলি পুজিব তোমা লয়্যা।
সত্যপির নারায়ণ বলে ডাক দিয়া ॥
দোন ভাএ বন্ধখানা রাখ কারাগারে।
সিতাবে[3] না কাটরে বেইমান সদাগরে ॥
যুনিঞা রাখিল বন্দী দোনো সদাগরে।
কারাগারে রহে বন্দী এ বার বৎসরে ॥
ঘরেতে বিলম্ব দেখি সুমতি কুমতি।
গঙ্গাস্নান করি নিত্য পুজে পশুপতি ॥

---

(১) এই শব্দটি 'থাঙ্গা'ও পড়া যায়। "ষাঙ্গা" বা "সাঙ্গা" অর্থ—নিকাহ বা দ্বিতীয় (বিধবার) বিবাহ।

(২) হোলার—পোলার। (৩) সিতাবে—শীঘ্র।

সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥ ৬৫

—*—

পাটনে রহিল বন্দী দোন সদাগর।
সুমতি কুমতি নিত্য পুজেন সঙ্কর॥
আখণ্ড শ্রীফলপত্র দেই হর-সিরে।
তৎকাল আনহ ঘর দোন সদাগরে॥
তুমি প্রভু ভূতনাথ সর্ব্ব সুগোচর।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে অমর॥
তোমার চরণে নাথ করি প্রণিপাত।
কত দিনে ঘরকে আনিবে প্রাণনাথ॥
এইরূপে প্রতি দিন পুজে মৃত্যুঞ্জয়।
সত্যপীর নারায়ণ জানিল হৃদয়॥ ৭০
কালীয়া দিস্তার[১] শিরে চেণ্ডা কাঁথা গায়।
গঙ্গার কিনারে খাড়া হইল খোদায়॥
সুমতি বলেন দিদি হর[২] দেখ চায়্যা।
অপুর্ব্ব ফকির এক আছে দাণ্ডাইয়া॥
বয়েস প্রবিন নয় বৎসর বারর।
নবদল শ্যাম যেন নন্দের কিশোর॥
কত মনিময় বর্ণ ফকিরের নিছনি।
দুঃখ নিবারিতে প্রায় আল্যা শূলপাণি॥

(১) দিস্তার—পাগড়ী।
(২) হর—হের।

চল গিয়া দুই জায় প্রণাম করিব।
শিব হল্যে মনোমত বর মাগ্যা নিব ॥ ৭৫
এত ভাবি দুই জায় করিল গমন।
উপনীত হল্য যথা সত্যনারায়ণ ॥
বপুনট হঞা দুহে করিল প্রণতি।
দেওয়ান কহেন দুহে হও পুত্রবতি ॥
ফকিরের কথা শুনি দুই জায় হাসে।
ভাল বর দিলে প্রভু স্বামী নাহি বাসে ॥
খোদায় কহেন বাত্ রদ নাহি হবে।
একীদা করহ দুহে খুব বেটা পাবে ॥
তারা বলে হেন কি পুরিব মনোরথ।
ভগে ভগে জন্ম কি হইব ভগীরথ ॥ ৮০
এত যুনি সত্যপীর খল খল হাসে।
কহ না খসম তেরা গেছে কোন দেসে ॥
তারা বলে গেছে দুহে হিঙ্গুনাট সহর।
দ্বাদস বৎসর তারা না আইসে ঘর ॥
খোদায় বলেন দুহে শুন মোর বাণী।
সিতাবি[১] করহ সত্যপীরের সিরিণী ॥
রাম রাম করি দুহে কর্ণে দিল হাত।
তিন বার স্বঙরে[২] ঠাকুর জগন্নাথ ॥

---

(১) সিতাবি—শীঘ্র। (২) স্বঙরে—স্মরণ করে।

কোথাকার ফকির দেখ ছেণ্ডা কাঁথা গায় ।
পীরের সিরিনি দিয়া জাতি নিতে চায় ॥ ৮৫
কালাম কিতাব কোন কালে নাহি স্থনি ।
গন্ধবনিক হয়্যা হব মুছলমানি ॥
খোদায় কহেন দুহে বাত্ কহু তোরে ।
করহ কাহার পুজা দুনিঞা ভিতরে ॥
তারা বলে পুজা করি হরের চরণ ।
সিব তেজি কেমনে পুজিব অন্য জন ॥
খোদায় কহেন যে একীদা কর তুমি ।
জার পুজা কর তুমি সেই সিব আমী ॥
স্থনিঞা বিস্ময় হল্য সাধবের নারী ।
শ্রীকবিবল্লভ গান অমৃত-লহরী ॥ ৯০

—*—

ফকীরের পানে ঘন চাহে দুই জায় ।
কোথাকার ফকীর দেখ সিব হত্যে চায় ॥
হর হরি এক তনু বেদে ইহা কয় ।
ফকিরে কহেন আমি সেই মৃত্যুঞ্জয় ॥
চন্দ্র সুর্য্য তরু লতা সভে হয্য সাক্ষী ।
পুত্র বরে বাজ পড়্য ত্রিলোচন দেখি ॥
হর হরি এক তনু হল্য আচম্বিত ।
পঞ্চ মুখে রাম নাম বলি গান গীত ॥

সিঙ্গা বলে রাম নাম ডম্বুরে বলে হরি।
কুচনীর দ্বারে যেন নাচে ত্রিপুরারি॥ ৯৫
দুই জায়ে সত্যপীর হল্য বরদাতা।
কালিয়া দিস্তার[১] গেল গায়ের ছিণ্ডা কাঁথা॥
দুই জায় ধরিলেন্ন প্রভুর চরণে।
আমা সভা কৃতার্থ হইলাম এত দিনে॥
এত দিনে সব দুঃখ হইল সে দুর।
সাক্ষাতে হইলা পীর মহেশ ঠাকুর॥
পুনর্ব্বার হইলা পীর ফকীর মুরতি।
দেখিয়া বিস্ময় হল্য দুই রূপবতি॥
দেওয়ান কহে দুহে শুন মেরা বাণী।
সিতাবি করহ সত্যপীরের সিরিণী॥ ১০০
একীদায় পুজহ সাহেব সত্যপীরে।
আসিব সাধব মাহিনা দশের ভিতরে॥
তারা বলে সুনহ খোদায় মহাশয়।
হরিসুত-বাণে তনু জর জর হয়॥
কান্ত বিনে কান্তী কিরূপে প্রাণ ধরে।
আনহ সাধব মাহিনা একের ভিতরে॥
এত শুনি দেওয়ান হাসেন পুনর্ব্বার।
কোন কহে হিন্দু জরু বড়ই উদার॥

(১) দিস্তার—পাগড়ী।

আসিতে জাইতে রাহা বরিসেক[1] হব।
কেমনে সে মাহিনার বিচে আন্যা দিব ॥ ১০৫
তারা বলে স্তন তুমি ফকির গোসাঞি।
পক্ষ কর পাখা হউক তথা উড়্যা যাই ॥
রাজকন্যা বিভা পারা[2] কর্যাছে পাটনে।
বেউস্যা[3] হরিঞা পারা আছে দুই জনে ॥
জীবন মরণ দুই প্রত্তক্ষ (প্রত্যক্ষ) জা নিব।
বসিঞা তরুর ডালে সকলি দেখিব ॥
খোদায় কহেন পক্ষ কর্যা দিতে পারি।
আঙ্কটী লাগাবে ফান্দ ওই ভয় করি ॥
কুন্তলার বিবাহের যেমত প্রকারে।
অতেব (?) ডাকিনী মন্ত্র দিব দু জাএরে ॥ ১১০
এ সব দিলের বিচে ভাবিয়া খোদায়।
ডাকিনির মন্ত্র তারা শিখে দুই জায় ॥
গাছ নাড়ে গাছ চালে গাছে করে ভর।
নিসা রাত্রিকালে গিয়া স্মশান ভিতর ॥
পদ উভ করিঞা মাথায়ে পথ চলে।
বিবসন হইয়া স্মশানে গিয়া খেলে ॥
মন্ত্র দিঞা পূজা পায়্যা গেল সত্যপীরে।
আর দিন দুই জায় গঙ্গাস্নান করে ॥

---

(১) বরিসেক—বৎসরেক (কাল)।
(২) পারা—সম্ভবতঃ। (৩) বেউস্যা—বেশ্যা।

কুন্তলা রাজার কন্যা করে স্বয়ম্বর।
ঘঠক লইয়া জায় একশত বর ॥ ১১৫
সুবর্ণ মুকুট কেহ দিএাছে মাথায়।
ঢল ঢল কণ্ঠামালা দুলিছে গলায় ॥
কেহ বা তুরঙ্গ-পিঠে কেহ বা দলায়[1]।
কেহ মত্ত বারণ উপরে সাজি জায় ॥
সুমতি বলেন দিদি দেখ্যা লাগে ডর।
গঙ্গার ভিতরে জায় কোথাকার লস্কর ॥
নানা অস্ত্র নিলে হয় যুদ্ধের সাজন।
এমন জেমন দেখি বরের লক্ষণ ॥
অবলা হইয়া মোরা জদি লাজ খাতাঙ।
জিঙ্গাসিলে সকল মনের প্রীত পাইতাঙ ॥ ১২০
পরের পুরুস জদি জিঙ্গাসিব গিয়া।
অন্য মত ভাবে জানি জৌবন দেখিয়া ॥
সুমতি বলেন দিদি সুন গো বচন।
আগে জত বড় লোক করিব গমন ॥
ভৃত্তের পশ্চাতে ভৃত্ত যে জন থাকিব।
চল গিয়া তারে তত্ত্ব জিঙ্গাসি আসিব ॥
আগে লোক লস্কর সকল চল্যা গেল।
নফরের পিছে এক ভৃত্ত সে আছিল ॥

(১) দলায়—দোলায়।

সুমতি কহেন শুন নৃপতি কিঙ্কর।
কোথাকারে সাজিয়াছে এতেক লস্কর॥ ১২৫
নফর বলেন শুন সুমতি সুন্দরি।
কুন্তলা নামেতে কন্যা রাজার কুমারী॥
ইচ্ছাবতি হব কন্যা করিব স্বয়ম্বর।
বিভা করিবারে জায় এক শত বর॥
নাসিকায় কর দেই জতেক অবলা।
সহজে মায়্যার কথা আই মা কি জ্বালা॥
কোন কালে হেন কথা কোথাহ না শুনি।
এক শত বর এক কন্যায় টানাটানি॥
নফর বলেন তোরা অবধান কর।
সভা করি বসিবেক এক শত বর॥ ১৩০
কন্যার মনের মত যেই জন হব।
সেই জনে বিধুমুখী বনমালা দিব॥
সুমতি কহেন তোরে নিবেদন করি।
দেখিয়াছ সেই কন্যা কেমন সুন্দরি॥
নফর কহেন কভু না দেখ্যাছি তাকে।
সুন্যাছি সুন্দরি বড় ঘঠকের মুঁখে॥
সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥

—*—

এত স্থনি দুই জায় আনন্দিত মনে।
কুন্তলার বিভা দিদি দেখিব কেমনে॥ ১৩৫
বিভা দেখিবারে যাব ভদ্রাবতি তিরে।
মন্ত্র বিড়া জাব[১] তবে কান্ত দেখিবারে॥
এত যুক্তি করি তারা জায় দুই জন।
সিঘ্রগতি গৃহে গিয়া করিল রন্ধন॥
হেম থালে মদনে ভোজন করাইয়া।
রত্নসিংহাসনে তারে রাখে সোয়াইয়া॥
দু জায় ভোজন করি পরম সাদরে।
তৎকাল চল ভাই বিভা দেখিবারে॥
আচমন করি দুহে পরি পাট সাড়ি।
মন্ত্র পড়ি চল সিঘ্র গাছে গিয়া চড়ি॥ ১৪০
এত যুক্তি করি তারা জায় দুই জনে।
খাটে বস্যা মদনস্থন্দর সব স্থনে॥
মদন বলেন আর না দেখি উপায়।
ডাকিনীর মন্ত্র সিখিলেক দুই জায়॥
ছাড়্যা দিলে জাতি জায় ধর্য্যা জদি রাখি।
এত দিনে মরণ নিকট প্রায় দেখি॥
জেই কালে দুই ভাই গেলেন পাটনে।
স্বপিল আমার হাথে জা দুই জনে॥

---

(১) মন্ত্র বিড়া—মন্ত্র ভিরিয়া? মন্ত্রপূত করিয়া।

আমাকে স্বপিল[1] দুহাকার করে করে।
কুমন্ত্র জানিল দুহে পাছে খায় মোরে ॥ ১৪৫
আমি গিয়া লুকাইব গাছের কোটরে।
কিরূপে চলিব গাছ কুন্তলা নগরে ॥
এত বলি অভরণ সকল তেজ্জিল।
একখানি ছেঁড়া বস্ত্র মদনে পরিল ॥
একখানি ছেঁড়া বস্ত্র আৎসাদিল[2] গায়।
গাছের কোঠরে গিয়া মদন লুকায় ॥
পশ্চাত দু জায় গিয়া গাছে করে ভর।
মন্ত্রবলে চলে গাছ কুন্তলা নগর ॥
রাজকন্যা বিবাহের জেমন প্রকারে।
নিমিসে চলিল গাছ কুন্তলা নগরে ॥ ১৫০
কথো দুরে তরুবর দুই জায়ে থুয়্যা।
অঙ্গনাসমাজে তারা প্রবেসিল গিয়া ॥
সভা করি বসিঞাছে এক শত বর।
নফরের পিছে তথা মদন সুন্দর ॥
রাজকন্যা ইচ্ছাবতি হাথে মালা লয়্যা।
প্রাণনাথে বিধুমুখী বুলেন[3] খুজিয়া ॥
রাজসভায় না দেখিয়া আপনার পতি।
চিত্তেতে চিন্তিত বড় হল্য রুপবতী ॥

---

(১) স্বপিল—সমর্পণ করিল।

(২) আৎসাদিল—আচ্ছাদিল। (৩) বুলেন—বেড়ান।

[প্রাণনাথে না দেখিয়া রাজার নন্দিনী।
কৃষ্ণ না দেখিয়া জেন ভাবেন রুক্মিণী॥ ১৫৫
কন্যার একাদা জানি সত্যনারায়ণ।
রাজপুরোহিত রূপ ধরেন তখন॥] *
জদি নাহি আনে পীর মদন সুন্দর।
স্ত্রীহত্যা দিব আজি পিরের উপর।
কন্যার দেখিয়া রূপ ভাবে বরগণ।
জার জেবা ইষ্টগুরু করে স্মঙরণ॥
তার মধ্যে বিষ্ণুভক্ত জেবা ছিল বর।
সেহ বলে কৃপা কর ত্রিদস ইশ্বর॥
জে জন শিবের ভক্ত ছিল তথা বর।
সেহ বলে কৃপা কর ভোলা মহেশ্বর॥ ১৬০
শত ঘড়া ঘৃত মধু দিব তব সিরে।
এই ত রাজার কন্যা মালা দেকু মোরে॥
জে জন চণ্ডীর ভক্ত ছিল তথা বর।
সেহ বলে ভগবতি মোরে কৃপা কর॥
মহিষ মেষের রক্ত জোগাব খর্পরে।
এই ত রাজার কন্যা মালা দেকু মোরে॥
এত বলি জত বর আছে মুখ চায়্যা।
প্রাণনাথে বিধুমুখী বুলেন খুজিয়া॥

* বন্ধনী-মধ্যস্থ অংশটি কাটিয়া দেওয়া গিয়াছে দেখা যায়।

রাজ-সভায় না দেখিয়া আপনার পতি।
চিন্তেতে চিন্তিত বড় হল্য রূপবতী ॥ ১৬৫
প্রাণনাথে না দেখিয়া রাজার নন্দিনী।
কৃষ্ণ না দেখিয়া জেন ভাবেন রুক্মিণী ॥
কন্যার একাঁদা জানি সত্যনারায়ণ।
রাজপুরোহিত রূপ হল্যা ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের বেসে বলে স্তন গো রমণী।
তোর জেবা প্রাণনাথ তারে আমি জানি ॥
আগে আগে দ্বিজবর চলিল ধাইয়া।
পশ্চাত রাজার কন্যা চলে ধাই দিয়া ॥
দ্বিজ বেসে বলে মোর আসির্ব্বাদ নে।
এই তোর প্রাণনাথ ইথে মালা দে ॥ ১৭০
মদন স্তুন্দরের গলে কন্যা মালা দিল।
এক সত বর তারা হেট মাথা হল্য ॥
নাসিকায় কর দেই জতেক অবলা।
সহজে মায়্যার কথা আই মা কি জ্বালা ॥
সুমতি বলেন দিদি চল জাই ঘর।
বর সহিতে কন্যার মুণ্ডে পড়ুক বজর ॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী দিব্য বর ছিল।
সভাকে লজ্ঞিয়া সে কাঙ্গালে মালা দিল ॥
কুমতি বলেন দিদি চল জাই ঘরে।
কেন নাহি গেল্যু প্রাণনাথ দেখিবারে ॥ ১৭৫

সুমতি বলেন দিদি খানিক থাকিব।
রাজা কি বাইৎসার কাঙ্গালে কন্যা দিব ॥
কুন্তলায় নিন্দা করে সকল সুন্দরী।
শ্রীকবিবল্লভ গান অমৃত-লহরী ॥

—o—

অঙ্গনা সকল নিন্দে মদন সুন্দরে।
চক্ষু খায়্যা হেন কন্যা মালা দিল তারে ॥
পরিধান ছেণ্ডা বস্ত্র ছেড়া ধুতি গায়।
কোন লাজে মালা দিল ঐটার গলায় ॥
কেহ বলে ফকিরটায় বাটিল সিরিনি।
সেই ত ফকিরা তথা বর দিল আনি ॥ ১৮০
তার মধ্যে ঙ্গানবান[১] জেবা ছিল সতী।
সে বলে না নিন্দা কর কুন্তলার পতি ॥
নৃপতিতনয় এই কাঙ্গালরূপ ধরি।
অতএব দিয়াছে মালা কুন্তলা সুন্দরী ॥
বএস[২] প্রবিন নয় বৎসর বারর।
নব জলধব জেন নন্দের কিসোর ॥
অঙ্গান[৩] অবলা বলে নহে মহিপাল।
জে বল সে বল তোরা গোরুর রাখাল ॥

(১) ঙ্গানবান—জ্ঞানবান্। (৩) অঙ্গান—অজ্ঞান।
(২) বএস—বয়স।

কেহ বলে ভাগবত কর‍্যাছি শ্রবণ।
জর্ম্ম বিভা মৃত্যু দেখ কপালে লিখন॥ ১৮৫
বিষ্ণু দেব দ্বিজবর অজোধ্যায় স্থিতি।
পঞ্চ মাস ব্রাহ্মণি তাহার গর্ভবতি॥
গর্ভবতি ব্রাহ্মণী রাখিয়া নিকেতনে।
তপস্যা করিতে দ্বিজ গেলা তপবনে॥
তপবনে দ্বাদষ বৎসর দ্বিজ ছিল।
লক্ষ্মী আসি ব্রাহ্মণির গর্ভেতে জর্ম্মিল॥
বিভা দিতে মন্ত্রণা করেন জত বরে।
কৃষ্ণের বনিতা কন্যা কেবা বিভা করে॥
তপস্যা করিয়া দ্বিজ ঘর আল্য সুখে।
বাপে জল দিয়া কন্যা দাণ্ডাল্য সমুখে॥ ১৯০
আউদড়[১] কেস দেখ্যা জিঙ্গাসে ব্রাহ্মণ।
মোর ঘরে অবিবহি এই কোন জন॥
ব্রাহ্মণী কহেন প্রভু সুন মোর কথা।
মোর গর্ব্ভে জম্মিয়াছে তোমার দুহিতা॥
ব্রাহ্মণ বলেন জত তপস্যা করিল।
এই কাল কন্যা হত্যে সব নষ্ট হল্য॥
আড়াই বৎসরে পিতা কন্যা করে দান।
শচী দেই সঙ্খধ্বনি ইন্দ্র জস গান॥

---

(১) আউদড়—আলুথালু।

বসুমতি পুলকিত বহে সসোধরে[১]।
দেবকন্যা পুষ্পবৃষ্টি করে কন্যা বরে॥ ১৯৫
পঞ্চ বৎসরে কন্যা পিতা করে দান।
দেবতা বলেন পিতা বড় ভাগ্যবান॥
সপ্ত বৎসরে পিতা কন্যা দান করে।
সপ্ত সরোবর দিবা সেই ফল ধরে॥
নয় বৎসরে পিতা কন্যা করে দান।
পাপ বই পুণ্য নাহি একোই সমান॥
দ্বাদষ বৎসরে কন্যা রমণে বিকল।
সাতানই পুরুস জায় নরকের তল॥
জঙ্গ (যোগ্য) কন্যা বিভা জদি নাই দেই পিতা।
অন্ব তাত রিপু তুল্য না হয় অন্যথা॥ ২০০
কালি প্রাতকালে আমি জে জন দেখিব।
জাতি কুল না বাছিব তারে কন্যা দিব॥
ব্রাহ্মণ করিল জদি নিদারুণ পণ।
হাড়িরূপ হল্যা প্রভু শ্রীনন্দনন্দন॥
প্রভাতে কুকুর সঙ্গে ব্রাহ্মণের দ্বারে।
সেই কন্যা বিভা দ্বিজ দিল সেই বরে॥
হাড়ির তনয়ে কন্যা কৈল সমর্পণ।
কন্যার কপালে ভাগ্যে শ্রীনন্দনন্দন॥

---

(১) সসোধর—শশধর।

তেমত রাজার কন্যা চিনিঞাছে বরে।
কে বলে রাখাল জেন বিনোদ নাগরে॥ ২০৫
মহারানি বলে ধিক দারুণ বিধাতা।
আমার কপাল দোসে রাখাল জামাতা॥
কন্যা এই বরে কদাচিত নাহি দিব।
কুম্ভলা গলায় বান্ধ্যা ডুবিয়া মরিব॥
গৌরী বিভা হেতু আসি শিব দিল দেখা।
আই মা কি এটা বল্যা নিন্দএ মেনকা॥
সেই মত জামাতাকে নিন্দে রাজরাণী।
জননীকে প্রবোধ করেন সিমন্তিনী॥
জর্ম্মদাতা পিতা মাগো কর্ম্মদাতা ধাতা।
পুর্ব্বে রাখাল ভজিয়াছি ভাল পাব কোথা॥ ২১০
কন্যার একান্তমনে নাহিক হুতাষ।
শ্রীকবিবল্লভ বলে কর অধিবাস॥

——*——

বিভার সুভক্ষণে বসিয়া বরাসনে
আনন্দে গন্ধ অধিবাস।
নগরে নাগরি অশেষ বিদ্যাধরি
আস্যাছে করি অভিলাষ॥
দুন্দুভি বাদ্য ধন বাজয়ে বাজন
অঙ্গনা জয় জয় ভাসে।

উচ্চারে বেদ পাঠ স্থাপিত হেম ঘঠ
ঘন আদি জীব ন্যাসে ॥
অম্বিকা সষ্ঠী মাতা পুজিল বিধি জথা
গনেস রবি হরি হর ।
জতেক দেবগণে পুজেন দৃঢ় মনে
প্রণাম কল্যা যুড়ি কর ॥
মহি গন্ধ সিলা শুক্ল ধান্য পুষ্পমালা
সুদুর্ব্বা স্থত্র বান্ধে করে ।
সিন্দুর ফল দধি সঘৃ সুস্তি আদি
অপুর্ব্ব সঙ্খ ভুজে পরে ॥ ২১৫
কজ্জল গোরচন সিদ্ধার্থ দর্পণ
দর্পণ তাম্বু সুচামর ।
হরিদ্রা বাষ হেম রজত লোহ কম
প্রসস্ত পাত্র মনোহর ॥
জতেক দেবগণে জয় জয় ভাসনে
যুগল প্রসস্ত পাত্র ।
কুন্তলা রামা সিঁরে সেই পাত্র ফিরে
অঙ্গনা তঁহি দিল হাথ ॥
কন্যার গন্ধ অধিবাস ।
বেদবিধি মত বল্লভ গান গিত
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস ॥

———*———

নমো নমো সত্যপীর নোঙাইয়া সির।
আহা কি অপুর্ব্ব কলি যুগেতে জাহির॥
সুনহ সকল লোক অপুর্ব্ব কথন।
সত্যপীর ব্রতকথা তুল্য নারায়ণ॥ ২২০
আপনাকে ধিৎকার[১] করিয়া নরপতি।
বিভা দিতে আনে রাজা পণ দষের ধুতি॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী জদি হত্য বর।
তুরঙ্গ বারণ দিতাঙ উন্মত্ত কুঞ্জর॥
দেবের বাঞ্ছিত দিতাঙ অপুর্ব্ব বসন।
মনের বাঞ্ছিত দিতাঙ এ পঞ্চ রতন॥
মনেতে মৌনিত ভূপ সদা সর্ব্বক্ষণ।
কন্যা উচ্ছর্গিয়া[২] দেই হইয়া বিমন॥
পুরোহিত ব্রাহ্মণ বরের মুখ চায়।
এটার দক্ষিণায় কি আমার দুঃখ জায়॥ ২২৫
নৃপতিতনয় বর ভাল জদি হত্য।
মননীত দক্ষিণা ব্রাহ্মণ সব পাইত্য॥
তবে জদি ইদেসের বরেস্বর হর্ব।
দক্ষিণার তরে গরু চরাইতে দির্ব॥
জথা তথা করি রাজা কন্যা সমর্পিল।
লজ্জাভোম[৩] জথাবিধি মত করাইল॥

(১) ধিৎকার—ধিক্কার।
(২) উচ্ছর্গিয়া—উৎসর্গিয়া। (৩) লজ্জাভোম—লাজহোম।

বর কন্যা আনন্দে রহিলা পুষ্প-ঘরে।
দুই জনে পাসা খেলে পরম সাদরে॥
সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥ ২৩০

—০—

পয়ার।

রাজকন্যা পাসা খেলে প্রাণনাথ সনে।
কপাট-নিয়ড়ে দাসী হাসে মনে মনে॥
তিন চারি চৌবঞ্চ ডাকিলেন বর।
কন্যা বলে আঠার পরে সামাল নাগর॥
রজতের পাসা লয়্যা খেলে দুই জনে।
রাধা কৃষ্ণ পাসা খেল্যাছিল বৃন্দাবনে॥
বার তিন পাসায়ে জিনিল রূপবতী।
মনেতে জানিল প্রায় দুঃখী হল্য পতি॥
কন্যা বলে কান্ত জদি এবার জিনিব।
ছেড়া ধুতি দুখানি তোমার কাড়্যা নিব॥ ২৩৫
বর বলে বিধুমখি না কর গুমান।
জিনিঞা করিব তোরে কুপতি সমান॥
পরিধান বিচিত্র বসন কাড়্যা নিব।
রত্ন দেউটী লয়্যা সমুখে ধর্যা দিব॥
কুন্তলা বলেন কান্ত করি নিবেদন।
পাসায় হারিল জবে যুধিষ্ঠির রাজন॥

দুস্বাসনে অনুমতি দিলেন রাজন।
দ্রোপদিরে সভামাঝে করে বিবসন॥
আতঙ্গে দ্রোপদি সতী গোবিন্দে স্বঙরে।
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু দয়া কর মোরে॥ ২৪০
সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ পাসা খেল্যাছিল।
দ্রোপদি স্বঙরন করে গোবিন্দ জানিল॥
সত্যভামার পড়ে দান কৃষ্ণের গুটী জায়।
রাখ রাখ বলিয়া ডাকেন স্যামরায়॥
সত্যভামা বলে প্রভু করি নিবেদন।
কারে রক্ষা কৈলে প্রভু শ্রীনন্দনন্দন॥
ইসত হাসিয়া বলে প্রভু নারায়ণ।
দ্রোপদি সতী কন্যায় কৈলাম নিবারণ॥
রুক্মিণী খিরোদসুতা সতি সত্যবতি।
সভে মেলি দেখিতে আইলা সিগ্রগতি॥ ২৪৫
দ্রোপদির জত বস্ত্র নেই দুস্বাষন।
দিঙল[১] করিয়া দেন নন্দের নন্দন॥
সেই মত আমি জদি হরি (হারি ?) প্রাণপতি।
তুমি মোর কৃষ্ণ হবে আমি সে দ্রোপদি॥
নতুবা জদ্যপি আমি জিনি পরি বন্দে।
একবার বাসরে চাপিব তব কান্ধে॥

---

(১) দিঙল—দীর্ঘ।

ঘন ঘন মদন কন্যার পানে চায়।
স্বামির কান্ধে স্ত্রী চড়ে স্তুনি ভয় পায়॥
কুন্তলা বলেন কান্ত নিবেদি চরণে।
রাধা কৃষ্ণ পাসা খেল্যাছিলা বৃন্দাবনে॥ ২৫০
শুকদেব কহে পরীক্ষিতের শ্রবণে।
শ্রীরাধায় কান্ধে কৈল শ্রীনন্দনন্দনে॥
স্ত্রীপুরুসে এক অঙ্গ ভেদাভেদ নাঞি।
জানিঞা য়েতেক[1] কেন কহ হে গোসাঞী॥
এইরূপে রাত্রি হল্য দ্বিতীয় প্রহর।
দুই ভাএ মনে করে মদন স্তুন্দর॥
দরোক[2] লইয়া দোনো জায় জায় ঘরে।
দেখিতে না পায় পাছে দুই সহোদরে॥
মদন বলেন স্তুন নৃপতিনন্দিনী।
খুদার কারণে মোরে লাগে ভোকচানি॥ ২৫৫
মঙ্গল্যা তণ্ডুল হাড়ি বিধুমুখি লয়্যা।
রন্ধন করিল প্রাণনাথের লাগিয়া॥
বিধুমুখি বলে কিবা উপায় করিব।
পত্র পাত্র দুই নাই কিসে অন্ন দিব॥
এত বলি কান্দিছেন কুন্তলা স্তুন্দরী।
শ্রীকবিবল্লভ গান অমৃতলহরী॥

(১) য়েতেক—এতেক। (২) দরোক—বৃক্ষ।

—০—

মদন বলেন স্থন নৃপতিনন্দিনি।
দুহাকার হাথে আছে দুখানি ছামনী॥
দুখানি ছামনীপত্র একত্র করিয়া।
তাতে বিধুমুখি অন্ন দেহ না বাড়িয়া॥ ২৬০
পত্র রাখি অন্ন দেই প্রাণনাথ পাসে।
গোবিন্দে জেমত লক্ষী অমৃত পরসে॥
ভোজনে হইল প্রিত সাধুর নন্দন।
দেবের দুর্ল্লভ ভোগ তোমার রন্ধন॥
আচমন করিয়া বসিলা সিংহাসনে।
পাছে এই দর্ব্য জত দেখে অন্য জনে॥
না কর বিলম্ব সতি মোর কথা রাখ।
গুপতে রাখহ সব সখিগণে দেখ॥
কজ্জল লতায় রামা খন্দক খুলিয়া।
হাণ্ডী পাঙস পত্র রাখে ইসানে পুতিয়া॥ ২৬৫
প্রাণনাথ সহিত সয়ন সিংহাসনে।
রাধাকৃষ্ণ জেমন রহিলা বৃন্দাবনে॥
ভুজে ভুজে বন্ধন মুখেতে মুখ দিয়া।
গোরা অঙ্গে স্যাম তনু রহিল মিসায়্যা॥
অচেতন নিদ্রা হল্য মদনসুন্দর।
দিলে গোসা[১] হইল সাহেব পেকাম্বর॥

(১) গোসা—ক্রোধ।

সুন রে বেইমান হিন্দু বাত্ কহু তোরে।
কত নিদ্রা জাও তুমি পুষ্পের মন্দিরে ॥
রাজকন্যা কোলে করি দিলে হল্যে বোধ।
গর্দ্দান তুড়িব তোর সুন বেটী * * ॥ ২৭০
খুয়াব[১] দেখিয়া সাধু উঠিল জাগিয়া।
ভাবিতে লাগিল সিংহাসনেতে বসিয়া ॥
জদি জাগাইয়া জাব কুন্তলা যুবতী।
তবে কি ছাড়িয়া মোরে দিব রূপবতী ॥
পরিচয় জদ্যপি না দিয়া জাব তারে।
আমাকে না দেখ্যা পাছে রাজকন্যা মরে ॥
নেতের আচল বর করেতে ধরিয়া।
কজ্জল লতার কালি কলমে তুলিয়া ॥
নিজ পরিচয় সব লিখেন বসিয়া।
সতী হল্যে উদ্দেস করিবে মোর গিয়া ॥ ২৭৫
সপ্তগ্রামে ঘর করি নাম মোর মদন।
ডাকিনীর মন্ত্র জানে জা দুই জন ॥
গঙ্গাতির দিয়া আইসে এক সত বর।
দেখিয়া হরিস সে আনন্দ কলেবর ॥
দুই জায় ইচ্ছা হল্য বিভা দেখিবারে।
আমি গিয়া লুকাইলাম গাছের কোঠরে ॥

(১) খুয়াব—স্বপ্ন।

মন্ত্রতেজে আল্য গাছ কুন্তলা নগরে।
সভা করি বসিঞাছে এক সত বরে ॥
নফরের পিছে আমি লুকাইয়া ছিল।
সভাকে লঙ্গিয়া কন্যা মোরে মালা দিল ॥ ২৮০
উপহাস্য কৈল্য মোরে জত রূপবতী।
নৃপতি দিলেন মোরে পণ দসের ধুতি ॥
পুষ্পের ছামনী করি গেলাম বাসরে।
তিন বার হারিলাম পুষ্পের মন্দিরে ॥
রন্ধন করিলে সতি আমার বচনে।
ভোজন করিয়া বড় প্রীত হল্য মনে ॥
বত্নসিংহাসনে দুহে করিল সয়ন।
স্বপনে দিলেন দেখা ভাই দুই জন ॥
অতএব রাখিয়া তোরে জাই নিজ ঘরে।
সতি হল্যে উদ্দেস করিবে গঙ্গাতিরে ॥ ২৮৫
জয়দত্তের পুত্র আমি বিজয়দত্তের নাতি।
পরিচয় দিয়া তোরে জাই রূপবতি ॥
ভাল মন্দ তোরে না কহিলাম হকিকত।
তোমায় আমায় দেখা এই জন্মের মত ॥
মদন লুকাল্য গিয়া গাছের কোঠরে।
গাছ লয়্যা দুই জায় গেল গঙ্গাতিরে ॥
জার জেবা নিজ গৃহে করিল গমন।
নিদ্রা ভঙ্গ হয়্যা রামা করএ রোদন ॥

পুষ্পের সর্জ্জায়[১] রামা চারি দিগে চায়।
প্রাণনাথে বিধুমুখি দেখিতে না পায়॥ ২৯০
কপালে হানয়ে কর কুন্তলা সুন্দরি।
শ্রীকবিবল্লভ গান অমৃত-লহরি॥

—o—

রত্নসিংহাসনে প্রভু আছিলা সয়নে।
আমারে অনাথ করি গেলে কোনখানে॥
কি দোস করিল কান্ত তুয়া দুই পায়।
অবলারে এত কর ধর্ম্মে না যুয়ায়॥
ভ্রমরা ভ্রমরি তারা মধু খায় জোড়ে।
তোর রঙ্গ দেখিয়া আমার প্রাণ পুড়ে॥
অভাগিনী জদ্যপি জানিতাম এতদুর।
দুখানি চরণ লয়্যা হইতাম নপুর॥ ২৯৫
এত বলি আছাড়িয়া জায় গড়াগড়ি।
বৃন্দাবনে রাধা কান্তে কৃষ্ণ গেল ছাড়ি॥ (?)
সঘনে কপালে কর হানে রূপবতী।
উসাবতি জেন ভাবে গোবিন্দের নাতি॥
প্রাণনাথে না দেখিয়া রাজার নন্দিনী।
কৃষ্ণ না দেখিয়া জেন ভাবেন রুক্মিণী॥
অহে কান্ত অনাথ করিলে কি কারণে।
তোমা বিনে জীবন জৌবন অকারণে॥

---

(১) সর্জ্জায়—শয্যায়।

কি বলিয়া বলিবেক এক সত বর।
কলঙ্ক রাখিলে কান্ত ভুবন ভিতর॥ ৩০০
দুই চক্ষে বহে বারি ধারা শ্রাবণ।
নেতের আচলে দেখে অপুর্ব্ব লিখন॥
প্রাণনাথের পরিচয় আচলে পাইয়া।
জতন করিয়া তারে রাখিল বান্ধিয়া॥
মধুপানে জেমন সম্পট করে কেলি।
রাধার আনন্দ চিত্তে পাইয়া মুরুলী॥
জামিনী প্রভাত হল্যে জাব গঙ্গাতিরে।
দেখিব প্রভুর পদ পরম সাদরে॥
সেস রাত্রে মদন সুন্দর গেছে ছাড়ি।
প্রাতকালে সুন্যা[১] জত বরের হুড়াহড়ি॥ ৩০৫
জামিনি প্রভাত হল্যে আল্য দাসী চেড়ি।
সভে বলে কুন্তলায় কাঙ্গাল গেছে ছাড়ি॥
ঘঠক কহেন গিয়া জথা বর ঘঠা।
বাসঘরে না দেখিয়ে কাঙ্গালের বেটা॥
এই বেলা অভরণ লয়্যা চল করে।
আগে জেই জন জাব কুন্তল-বাসরে॥
সেই সে তাহার কান্ত কান্ত হব তার।
সুনিয়া চলিল বর লয়্যা অলঙ্কার॥

---

(১) সুন্যা—শুনিয়া।

স্তুন গো রাজার কন্যা অলঙ্কার নে।
কালি মোরে মালা দিলি দ্বার ছাড়্যা দে ॥ ৩১০
কন্যা বলে হর তুমি থাক ওই ঠাই।
মোর গৃহে জদি আস্য গুরুর দোহাই ॥
সেস রাত্রে প্রভু সঙ্গে জে হয়্যাছে কথা।
সে কথা কহিবে জে সে আসুক হেথা ॥
বাসঘরের কথা কেহ কহিতে না পারে।
এক সত বর কেহ জিনিবারে নারে ॥
তার মধ্যে একজন মন্ত্রণা করিয়া।
মালিনী বুড়ির ঘরে রহে লুকাইয়া ॥
স্তুন গো মালিনী বুড়ি লক্ষ্য টাকা নে।
বর কন্যার সমাচার মোরে আন্যা দে ॥ ৩১৫
আর দিন মালিনী করিয়া নানা ছলা।
হাথেতে করিয়া নিল খান দস মালা ॥
মালা দিয়া মালিনী কহেন সমাচার।
তুমি গো আমার বট আমি গো তোমার ॥
সেস রাত্রে প্রভু সঙ্গে জে হয়্যাছে কথা।
সেই কথা কহ মোরে কেবা আছে হেথা ॥
সত বোলে সতি ভুলে কুন্তলা ভুলিল।
মিন গর্ব্বে গৌর বঙ্গ যুক দেব নিল ॥ (?)
স্তুন গো মালিনি বুড়ি মোর সমাচার।
আমার পাসায়ে প্রভু হারিল তিন বার ॥ ৩২০

খিদায় আছিল প্রভু করিলাম রন্ধন।
বাসঘরে প্রাণনাথে করাল্যাম ভোজন ॥
হর গৌরির কথা কন্যার মনে পড়ে।
অন্য কেহ থাকে পাছে বাসর নিয়ড়ে ॥
চারিটী কথার ভাবে দুই কথা কয়্যা।
মালিনি বুড়িরে দিল বিদায় করিয়া ॥
সুনিঞা মালিনী চলে বাহু নাড়া দিয়া।
লক্ষ্য টাকা রাজার ঠাঞি নিব রে গনিয়া ॥
সুনহ রাজার বেটা লক্ষ্য টাকা দে।
বর কন্যার সমাচার মোর ঠাঞি নে ॥ ৩২৫
কুন্তলায় কহ গিয়া এই সমাচার।
কন্যার পাসায় তুমি হার্য্যাছ তিনবার ॥
খিদায় আছিলে তুমি রাজার নন্দন।
তোমার আঙ্গায় কন্যা করিল রন্ধন ॥
ভোজন করিলে তুমি পুষ্পের বাসরে।
শ্রীকবিবল্লভ গান কৃপা কর জারে ॥

—০—

সুনিঞা চলিল বর গদ গদ হয়্যা।
এখন চাটীর জটে আনিব ধরিয়া ॥
উপনিত হল্য গিয়া পুষ্পের মন্দিরে।
এতক্ষণ পরিহাস্য করিলাম তোরে ॥ ৩৩০

স্তুন গো রাজার কন্যা মোর সমাচার।
তোমার পাসায়ে আমি হার্য্যাছি তিন বার॥
খিদায়ে আছিলাম আমি করিলে রন্ধন।
পুষ্পের বাসরে আমি করিলাম ভোজন॥
আর কিছু কথা না কহিল নৃপমনি।
কন্যা বলে কয়্যাছিল দারুণ মালিনী॥
কন্যা বলে বর কহিলে মনের হরিসে।
দুই কথা সত্য বটে ভোজন কৈলে কিসে॥
অনুভব করিয়া রাজার সুত বলে।
অন্ন ব্যঞ্জন দিলে সুবর্ণের থালে॥ ৩৩৫
সুনিঞা রাজার কন্যা বাড়িল কৌত্তক।
পত্র পাত্র নাঞি বর হল্যে অধোমুখ॥
এইরূপে দন্দ (১) করে এক শত বরে।
রাজার কন্যায় কেহ জিনিতে না পারে॥
আর দিন কুন্তলা ভাবেন মনে মনে।
গঙ্গাতির জাব প্রাণনাথ দরসনে॥
বিদায় মাগেন গিয়া জথা নৃপবর।
জিনিতে নারিল মোরে এক সত বর॥
সুনিঞাছি গঙ্গাতিরে রাজা রত্নেশ্বর।
আনেক (?) বিচারি (২) আছে নৃপতি গোচর॥ ৩৪০

---

(১) দন্দ—দ্বন্দ্ব। (২) 'আনেক' না হইয়া সম্ভবতঃ 'অনেক' হইবে। বিচারি—বিচারী, বিচারক।

এক সত বর যুদ্ধা পাঠাইবে মোরে।
বিচার করিতে আমি জাব গঙ্গাতিরে ॥
স্তুনিঞা নৃপতি সাজাইল মধুকর।
এক সত নায়ে বৈসে এক সত বর ॥
করিলেন দাসী দুই সংহতি করিয়া।
পরিচয় আচলেতে লইল বান্ধিয়া ॥
জনক জননী পদে হইয়া বিদায়।
ত্বরায় তরণি-পথে চলিল ত্বরায় ॥
পথাবতি (পদ্মাবতি ?) বাহিয়া চলিল গঙ্গাতিরে।
সপ্ত গ্রাম জেই দেসে গেল তথাকারে ॥ ৩৪৫
ঘাঠেতে কাঁকড়া পেলি রাখে মধকুর।
ঘঠক কহেন গিয়া জথা নৃপবর ॥
ভদ্রাবতি তিরে ভদ্রসিল নরপতি।
কুন্তলা তাহার কন্যা পতিব্রতা সতী ॥
ইচ্ছাবতি হল্য সেই রাজার নন্দিনী।
বর হয়্যা গেল এক সত নৃপমনি ॥
তার মধ্যে কোন বর বিভা কৈল তারে।
এক সত বর কেহ জিনিতে না পারে ॥
স্বয়ম্বর বরমালা কার গলে দিল।
এক সত বর কেহ জিনিতে নারিল ॥ ৩৫০
বর যুদ্ধা আসিয়াছে তোমার নগর।
উচিত বিচার তার কর নৃপবর ॥

পাত্র মিত্র সহিত নৃপতি যুক্তি করে।
সপ্ত গ্রামে নৃপতি ডাকিল সদাগরে ॥
কেহ বা তুরঙ্গ পিঠে কেহ বা দোলায়।
ঢল ঢল কণ্ঠমালা দুলিছে গলায় ॥
মদন বলেন তোরা জাহ কোথাকারে।
সভে বলে এক কন্যা ভদ্রাবতিতিরে ॥
স্বয়ম্বর করিলেক রাজার নন্দিনী।
বর হয়্যা গেল এক সত নৃপমণি ॥ ৩৫৫
তার মধ্যে কোন বর বিভা কৈল তারে।
জিনিতে না পারে কেহ এক সত বরে ॥
মদনের পুর্ব্বকথা পড়্যা গেল মনে।
গাছে চড়্যা বিভা করা আল্যা জেই জনে ॥
সেই কন্যা আসিয়াছে ভেটিতে আমারে।
দেখিব সকল সাধু কি বিচার করে ॥
পুর্ব্বের ধরিল মুর্ত্তি ছেড়া ধুতি গায়।
সভাকার পাছে গিয়া মদন লুকায় ॥
বিচার করেন নৃপ লয়্যা সভাজন।
বিচারিতে নারে কেহ রাজার নন্দন ॥ ৩৬০
কন্যার মনের কথা কে কহিতে পারে।
সতী বলে মিথ্যা পাত লিখ্যা আল্য মোরে ॥
জদ্যপি আমার স্বামী এ দেসে থাকিত।
তবে কি আমারে নাঞি প্রভু স্বঙরিত ॥

আর কি জাইব আমি মা বাপের দেস।
কোথাহ না পাব প্রাণনাথের উদ্দেস॥
রাজসভা নিন্দা করি নৌকায় চাপিল।
কনক অঞ্জলি জান্নবির[১] জলে দিল॥
এমন সময় বলে মদন সুন্দর।
আমি জিন্যা দিব কন্যা সুন নৃপবর॥ ৩৬৫
মদন সুন্দরর কথা নৃপতি সুনিঞা।
পুনরপি রাজকন্যায় আনে ফিরাইয়া॥
সত্য-নারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥

—*—

এক সত বরেরে লাগিল চমৎকার।
কিরূপে জিনিব কন্যা সাধুর কুমার॥
এত বলি জত বর আছে মুখ চায়্যা।
মদন বলেন কন্যা সুন মন দিয়া॥
বস্যা ছিল বর ঘঠা কার অঙ্গে সাল।
নফরের পিছে এক আছিল কাঁঙ্গাল॥ ৩৭০
সভাকে লঙ্ঘিয়া সে কাঙ্গালে দিল মালা।
হাসিতে লাগিল দেখ্যা জতেক অবলা॥
অনেক করিল দুঃখ তোমার জননী।
আপনাকে ধিৎকার[২] করিল নৃপমণি॥

(১) জান্নবির—জাহ্নবীর। (২) ধিৎকার—ধিক্কার।

অধিবাস করাইল জত রূপবতী।
নৃপতি দিলেন তারে পণ দসের ধুতি ॥
পুষ্পের ছামনি করি গেলা বাসঘরে।
রজতের পাসা খেলা কৈলে কন্যাবরে ॥
খিদায় আছিল বর করিলে রন্ধন।
পত্র পাত্র নাই কর‍্যা করিলে রোদন ॥ ৩৭৫
বর বলে না কান্দিহ সুন রূপসিনি।
দুহাকার হাথে আছে দুখানি ছামনি ॥
দুখানি ছামনিপত্র একত্র করিলে।
স্নেহ করি প্রাণনাথে ভোজন করাল্যে ॥
ভোজন করিয়া বর বৈসে সিংহাসনে।
পত্র পাত্র পুত্যা[1] থুইলে বাসর ইসানে ॥
জদি নাঞি মনে লয় চল তথা জাব।
তুলিয়া সকল দর্ব্ব্য[2] তোমারে দেখাব ॥
কন্যা বলে হারাইয়া কৃষ্ণ পাইলাম আমি।
না কর কপট হেদে সেই প্রভু তুমি ॥ ৩৮০
পুনর্ব্বার মালা দিল মদনের গলায়।
এক সত বর জরা পড়িল লজ্জায় ॥
শ্রীকবিবল্লভ গান একিদা খোদায়।
নাএকেরে[3] গাজি তুমি হবে বরদায় ॥

---

(১) পুত্যা—পুতিয়া।

(২) দর্ব্ব্য—দ্রব্য। (৩) নাএকেরে—নায়কেরে।

নৃপতি বলে স্তুনি অসম্ভব্য কথা।
মদন হইতে তোমার রহিল মর্য্যাদা ॥
সপ্তগ্রামে জাইগির দিল সদাগরে।
দোলা পরে কন্যা পাঠাইয়া দিল ঘরে ॥
স্তুমতি কুমতি গঙ্গা স্নান করি জায়।
কথো দুরে বর কন্যা দেখিবারে পায় ॥ ৩৮৫
দেখিল কুন্তলা সতী দেওর মদন।
এ কি বিপরীত দিদি কি হবে এখন ॥
গাছে চড়্যা বিহা জার গেলু দেখিবারে।
মদন আছিল প্রায় গাছের কোঠরে ॥
কহিব সকল কথা ভাই বিদ্যমান।
ফকিরের মন্ত্র হত্যে জায় নাক কান ॥
কুমতি কহেন দিদি মোর কথা স্তুন।
মদনে করিব বধ বিষ কিন্যা আন ॥
বিষের কারণে নিল বুড়ি ছয় কোড়ি।
সত্য-নারায়ণ গেলা বনিকের বাড়ি ॥ ৩৯০
স্তুন রে বেইমান বান্যা বাত্ কুহু তোরে।
আসিব রাজার বাদি[১] বিষ কিনিবারে ॥
কোড়ি লয়্যা বিষ জদি বাদিয়ায় দিবে।
মহারাজা কালি তেরা সবংশে মারিবে ॥

---

(১) বাদী—বাঁদী, দাসী।

এত বলি নিসেধ করিল সভাকারে।
স্থমতি না পাল্য বিষ বনিকের ঘরে॥
মন দুঃখ করি সতী রাহে চলি জায়।
গায় কাঁথা দিয়া পথে রহিল খোদায়॥
স্থনহ কুমতি সতি গিয়াছিলে কোথা।
সেহ বলে তোমার মন্ত্রে এতেক আবস্থা॥ ৩৯৫
দেওয়ান বলেন নাহি একিদা তোমার।
স্বামি না ভেটিতে গেলে কি দোস আমার॥
বধিবে পরের জিউ কালকুট দিয়া।
তারে বধি কোন খানে রাখিবে ছাপিয়া॥
বধিয়া পরের জিউ ছাপাত্যে নারিবে।
আমার ঔষধ লহ সয়চান করিবে॥
জে কালে পাটনে দোহে করিল পয়ান।
মদন বল্যাছে তারে আনিতে সয়চান॥
অতএব সয়চান তারে করিল খোদায়।
ঔষধ লইয়া সে স্থমতি গৃহে জায়॥ ৪০০
সিগ্রগতি গৃহে গিয়া করিল রন্ধন।
শ্রীকবিবল্লভ গায় স্থন সর্ব্বজন॥

---*---

নিজ অন্ন থালায় আপনে হাথ নিল।
প্রসাদেরে জেন কালকুট বিষ দিল॥

মদনেরে অন্ন দিল ঔষধ মিসাঞা।
সুবর্ণথালায় অন্ন দিলেন বাড়িয়া ॥
আনন্দে বসিঞা সিযু করেন ভোজন।
কনকের ঝারি লয়্যা করে আচমন ॥
রহিল সুবর্ণ ঝারি সেইখানে পড়ি।
পঞ্জর হইল ষুন্য পক্ষ গেল উড়ি ॥ ৪০৫
সয়চান হইয়া মদন উড়্যা জায়।
পাছু তার বাজ হয়্যা খোদায় তাড়ায় ॥
জে পাটনে দুই সদাগর বন্দী আছে।
মদন বসিল সেই পাটনের গাছে ॥
পক্ষ হইয়া ডালে বস্যা রহিল মদন।
দেওয়ান রাজাকে গিয়া কহেন স্বপন ॥
সুনহ বেমান[1] রাজা বাত কহু তোরে।
রাখ্যাছ গোলাম মেরা কিসের খাতিরে ॥
সাত হাজারের মার্ত্তা লইয়াছ ভাড়্যা।
মহল ভিতরে নাচে সাত সত নাড্যা[2] ॥ ৪১০
হান হান কাট কাট করিয়া ফুকুরে।
রুধিরের নদী বহে মহল ভিতরে ॥
তামাম সহরে আগ[3] লাগাইয়া দিল।
জরু জাতি মাল মার্ত্তা জ্বলিতে লাগিল ॥

(১) বেমান—বেইমান।
(২) নাড্যা—নাটুয়া। (৩) আগ—অগ্নি।

এমন স্বপন রাজা দেখে সেষ রাতি।
প্রাতকালে বন্দীঘরে গেলা নরপতি॥
দোনো সাধ্যে[১] করিলেন বন্দী বিমোচন।
তিন গুণ কর‍্যা দিল সাত নায়ের ধন॥
সত্য-নারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥ ৪১৫

———*———

দুই ভাই চলিল জথায় মধুকর।
হাথে দণ্ড কেরোয়ালে বসিল গাবর॥
সুমতির তরে নিল সুবর্ণের সিথি।
কনক কঙ্কণ নিল কুমতির প্রতি॥
জয়পত্র দেখি দুহে করে অনুমান।
মদন বল্যাছে নিতে পক্ষ সয়চান॥
সত টাকা সদাগর দিল আক্ষটীরে[২]।
একটী সয়চান পক্ষ আন্যা দেহ মোরে॥
সাধুর আদেশ জত্ত আক্ষটীরা পায়্যা।
পাটনে ভ্রমণ করে হরসিত হয়্যা॥ ৪২০
এমন সময় পীর কাঁথা দিয়া গায়।
পাবে রে সয়চান পক্ষ মোর সঙ্গে আয়॥
সওয়া সের মিঠাই সিরণি দেহ মোরে।
একিদা করহ সত্য আমার হুজুরে॥

(১) সাধ্যে—সাধুকে। (২) আক্ষটী—আখেটী, ব্যাধ।

তারা বলে জদি সয়চান মোরা পাব।
সওয়া সের মিঠাই সিরনি মোরা দিব॥
আগে জান দেওয়ান পশ্চাত আক্ষটীরা।
দরোক তলায় বলে পক্ষ দেখ তোরা॥
পাছেরে পলায়্যা জায় করহ সন্ধান।
আক্ষটীরা দেখে ওই ডালে সয়ঁচান॥ ৪২৫
আঠাকাঠি দিয়া তারা সয়চান ধরিল।
সদাগরে দিয়া তারা সত টাকা পাল্য॥
রাখিল সয়চান পক্ষ সুবর্ণ পাঞ্জরে।
সাত ডিঙ্গা ভরা দিয়া জাত্রা কৈল ঘরে॥
নানা দহ পশ্চাত করিল সদাগর।
সেতবন্দ নিলাচল প্রবেসে সাগর॥
দুর্জ্জন মগরা রাখি পাইল দিগঙ্গ।
তিন দিন হুগলি সহরে দেখে রঙ্গ॥
সপ্তগ্রাম বাহি ডিঙ্গা আপনার ঘাঠে।
নানা দর্ব্য ভরা সাধু দিলেন সকটে॥ ৪৩০
দুই ভাই চলিলেন জে জাহার পুরি।
সুমতি কুমতি চলে হাথে হেম ঝারি॥
পাদ্য অর্ঘ্য প্রাণনাথে জোগায় ত্তরিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥

———০———

পাটনের জত দির্ব্ব্য[১] দিল সভাকারে।
পক্ষ আনিঞাছি দুহে মদনের তরে॥
সুনহ সুমতি সতি আমার বচন।
সত্য কহ কোথাকারে গেছেন মদন॥
এত শুনি দুই জায় অশ্রুপাত হল্য।
কপালে হানিঞাঁ কর কান্দিতে লাগিল॥ ৪৩৫
জানএ অশেষ কলা করএ রোদন।
মাস ছয় মরিঞাছে দেওর মদন॥
রাজকন্যা কুন্তলা তাহারে বিভা দিল।
এক লক্ষ টাকা তাতে খরচ হইল॥
মঙ্গল বিভাহের রাতি পুষ্পের মন্দিরে।
কাল কন্যা খাল্য মোর সুন্দর দেওরে॥
জত দিন মরিল তোমার ছোট ভাই।
তত দিন দুই জায় অন্ন নাই খাই॥
এমত সুনিল জদি সুমতির মুখে।
লক্ষ্মণের সর যেন শ্রীরামের বুকে॥ ৪৪০
আরেঁ ভাই দুসর রাখিয়া গেলে কোথা।
সিমুকালে রাখিয়া মর‍্যাছে মাতা পিতা॥
তিন সহোদর ছিলাম তুমি গেলে এড়ি।
তোমার বিহনে ভাই মিছা প্রাণ ধরি॥

---

(১) দির্ব্ব্য—দ্রব্য।

জত্যপি মরএ পিতা জেষ্ঠ ভ্রাতা থাকে।
পিতার সমান ভাই তারে বল্যা ডাকে ॥
জননী মরএ জদি থাকয়ে দুহিতা।
জননী সমান করি তারে ডাকে মাতা ॥
ভাই মল্যে ভাই বলিবারে নাই আর।
মদনের সোকে প্রাণ হয় ত বিদার ॥ ৪৪৫
সুমতি কান্তের ঠাই করে নিবেদন।
ভাই বোই সত্রু প্রভু নাই কোন জন ॥
পাসায় হারিল জবে যুধিষ্ঠির রাজন।
দ্রোপদিরে সভামধ্যে করে বিবসন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে রাখিয়া জোউ ঘরে।
বেড়িয়া দিলেন অগ্নি বধিবার তরে ॥
কানা খোড়া ভাই জে ধনের ভাগ চায়।
নিজঞ্জালি হল্যে কান্ত কহি তুয়া পায় ॥
অবলার প্রবোধে প্রবোধ দুই ভাই।
সয়চান লইয়া দেহ কন্যা জেই ঠাই ॥ ৪৫০
সুবর্ণ পাঞ্জর যুদ্ধা পক্ষ লয়্যা দিল।
কুন্তলার কাছে পক্ষ হাসিতে লাগিল ॥
ঘন ঘন আখি ঠার মারে সতি পানে।
রাজার নন্দিনী কান্দে প্রাণনাথ বিনে ॥
প্রভু আনিবারে পক্ষ কয়্যাছিল তোরে।
তাহাতে জন্ত্রণা দিতে তুমি আল্যে ঘরে ॥

প্রাণনাথ থাকিত খাইত তোর মাংস।
হেন বুঝি মোর মাংসে তোর অভিলাষ ॥
বিষম জন্ত্রণা দিয়া প্রভু ছাড়্যা গেল।
দ্বিগুণ জন্ত্রণা সয়চান দিতে আল্য ॥ ৪৫৫
এত বলি সসিমুখি করেন রোদন।
ভিক্ষা ছলে আল্যা তথা সত্যনারায়ণ ॥
ডাকিয়া খোদায় কহে বাত্ কহু তোরে।
সিতাবি আনিঞা ভিখ দেহ না ফকিরে ॥
রাজকন্যা কহে কিছু ফকিরের পায়।
হুকুম পীরের শ্রীবল্লভ কবি গায় ॥

—০—

কুন্তলা কহেন তুমি কি দিয়াছ মোরে।
কি য়াছে আমার ঘরে কি দিব তোমারে ॥
সেরেক তণ্ডুল আমি দিন প্রতি পাই।
দুই দাসি সঙ্গে মাত্র এক সন্ধ্যা খাই ॥ ৪৬০
খোদায় বলেন জঁদি কিছু নাই ঘরে।
সওয়া মুঠি খুদ আনি দেও না আমারে ॥
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ।
সদা মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত ॥
একিদা করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে।
মনের বাঞ্ছিত বর দিব গো তোমারে ॥

সওয়া মুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী।
একিদায় করে সত্যপীরের সিরিণি ॥
সহরে বেচিতে খুদ দাসি লয়্যা জায়।
সোনা কিনিবারে সেকরাগণ ধায় ॥ ৪৬৫
কুন্তলারে সত্যপীর হল্য বরদাতা।
দাসীর হাতের খুদ হইল মুকুতা ॥
সদাগর মুকুতার মুল্য তারে দিল।
মুকুতা বেচিয়া দাসী সিরিনি কিনিল ॥
সহরে জতেক লোকে দিলেন ঘোষণ।
কুন্তলা পুজিব আজি সত্যনারায়ণ ॥
সন্ধ্যাকালে আল্য জত হিন্দু মুসলমান।
সহরের সকল লোক করি এক ধ্যান ॥
নয়া হাড়ি পুরি রাখে মিঠাই সিরনি।
সত্যনারায়ণ বল্যা দেই দ্বিজমুনি ॥ ৪৭০
মনিন[১] সকল পড়ে পীরের কালাম।
উঠিয়া সকল লোক করিল সেলাম ॥
পশ্চাত সিরণী বাট্যা দিল সভাকারে।
চাটিয়া খাইল হাথ মুছিলেক সিরে ॥
ভরমে সিরনি জদি জমিনে গিরিবে।
চাটিয়া খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে ॥

(১) মনিন—মোহমেন্ (আরবী শব্দ) ঈশ্বরভক্ত।

অঙ্গনা সকলে দিল বাটিয়া সিরিনি।
আপনার তরে তবে রাখিল একখানি॥
পশ্চাত সয়চান পক্ষ[1] পড়্যা গেল মনে।
তাহার খানিক দিল পক্ষের বদনে॥ ৪৭৫
হুকুম কাহারে নাহি করিতে বঞ্চিত।
অতএব পক্ষের মুখে দিলেন ত্বরিত॥
পীরের সিরনী পক্ষ বদনে লইল।
সুবর্ণ পাঞ্জর[2] ভাঙ্গি চারিখান হল্য॥
পক্ষমূর্ত্তি তেজি তবে মদনসুন্দর।
ফটিকের স্তম্ভে জেন নন্দের কিসোর॥
নিজ পতি পাল্য সতি[3] একিদার মন।
পালা সায় গীত বহে পীরের কথন॥
সত্য-নারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥ ৪৮০

মদনসুন্দরের পালা সমাপ্ত।

সন ১১৬২ সাল ১৮ই বৈশাখ।[4]

---

(১) পক্ষ—পক্ষী। (২) পাঞ্জর—পিঞ্জর।

(৩) মূলে 'সতি' স্থলে 'পতি' আছে। কিন্তু ঐ স্থলে শব্দটি যে 'সতী' হইবে, তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝা যায়।

(৪) প্রতিলিপিকারকের নাম-ধাম নাই।

—০—

পরিশিষ্ট

"সত্যনারায়ণের পুথিতে" ব্যবহৃত অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দাদির অর্থ।

এই পুথিতে এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা সকল পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ। গ্রন্থ-ভাগে পাদ-টীকায় ঐ রকম কতকগুলি শব্দের অর্থাদি পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। যে সকল শব্দ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত এ স্থলে সে সকল শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ও তাহাদের অর্থাদি প্রদত্ত হইল। কথিত শব্দরাজির মধ্যে আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার বহু শব্দ বিদ্যমান। সে সকল শব্দ সহজে চিনিবার নিমিত্ত উক্ত ভাষাত্রয় হইতে আগত শব্দগুলির পার্শ্বে যথাক্রমে (আ), (পা) ও (উ) এই তিন সাঙ্কেতিকের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন যেই দেশে এই পুথি প্রচলিত ছিল, সেই দেশের কথিত ভাষার বহুল রূপ ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎসমস্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

অসমাপিকা ক্রিয়া—ছাড়্যা, কাড়্যা, কর্যা, চড়্যা, পড়্যা, উড়্যা, ভাড়্যা, ধর্যা, লয়্যা, চায়্যা, থুয়্যা, খায়্যা, পার্যা, হয়্যা, চল্যা, বল্যা, ডাল্যা, দেখ্যা, মাগ্যা, লিখ্যা, ভাঙ্গ্যা, বস্যা, বান্ধ্যা, ডাক্যা, কিন্যা, আন্যা, হরিঞা, বসিঞা।

অসমাপিকা (তুমর্থক)—হত্যে (হইতে), ছাপাত্যে (ছাপাইতে)।

অতীত কাল (অদ্যতনী)—আল্য (আইল), আল্যা, হল্য

(হইল), হল্যা, খাল্য (খাইল), পাল্য (পাইল), লুকাল্য, দাণ্ডাল্য, হল্যো, আল্যো, করাল্যো, হল্যাম, করাল্যাম।

অতীল কাল (অনদ্যতনী)—আস্যাছি, কর‍্যাছে, দিঞাছে।

ঐ (পুরানিত্যবৃত্তা)—হত্য (হইত), পাত্য (পাইত)।

অতের—অতএব।

অবিবাহি—অবিবাহিত।

আউদড়—আলুথালু; আলুলায়িত। প্রাচীন পুথিতে 'আউদল' রূপেও ব্যবহৃত দেখা যায়।

আক্ষটী—আখেটী, ব্যাধ।

আখণ্ড—অখণ্ড, সম্পূর্ণ।

আগ (পা)—অগ্নি।

আদপ (আ)—(৪ পৃঃ) তাজিম, মর্য্যাদা।

আবস্থা—অবস্থা।

আস্থ—আইস।

ইথে—(১৮ পৃঃ) ইহাতে, ইহাকে।

ই দেশের—এই দেশের।

ইসানে—ঈশান কোণে।

উভ—(৭ পৃঃ) খাড়া।

একিদা (আ)—শ্রদ্ধা, ভক্তি।

কইলাঙ—করিলাম।

কমর—কোমর।

কহু—কহি। প্রাচীন সাহিত্যে কহু, কহোম, কহম রূপে ভূরি প্রচলিত আছে।

কালাম (আ)—বাক্য।

কালীয়া দিস্তার—(৮ পৃঃ) কৃষ্ণবর্ণ পাগড়ী।

কীকড়া—(৩ পৃঃ) (সম্ভবতঃ) নঙ্গর।

কুতুব (আ)—(৩ পৃঃ) সর্দ্দার। সম্ভবতঃ এখানে সৈনিক কর্ম্মচারী অর্থে ব্যবহৃত।

কেরুয়াল—(২ পৃঃ) নৌকার হাইল। বাঙ্গালা অভিধানে 'কেরওয়াল' এবং 'কেরবাল' দেখা যায়।

খসম—স্বামী।

খাড়া—দণ্ডায়মান।

খাতাঙ—খাইতাম।

খাল্বাস—খালাস, মুক্ত।

খিদায়—ক্ষুধায়।

খুদ—তণ্ডুলকণা।

খুয়াব (পা)—স্বপ্ন।

গর্দ্দান (পা)—ঘাড়।

গাজি (আ)—মহাবীরকেই 'গাজী' বলা হয়। যেমন গাজী ওসমান পাসা, গাজী আনওয়ার পাসা ইত্যাদি। এখানে সত্যপীরকেই গাজী বলা হইয়াছে।

গাবর—(এখানে) নৌকার দাঁড়ি-মাঝি। এই শব্দটি চট্টগ্রামে 'গাভুর' রূপে প্রচলিত। ইহার উত্তর 'আলী' যোগ করিলে 'গাভুরালী' হয়। তাহার অর্থ যৌবন, বল। গাভুরালী শব্দের প্রয়োগ নানা পুথিতে দেখা যায়। মাণিকচাঁদের গানের—

"বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাণী॥"

এই পদে 'পাড়' ও 'গাবুরাণী' যে যথাক্রমে 'পড়ে' ও 'গাবুরালী'

হইবে, তাহা দৃষ্টিমাত্রই বুঝা যায়। অথচ বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব তৎপরিবর্ত্তে 'পাড়' ও 'গাবুরাণী' পাঠই দিয়াছেন! তিনি মাননীয় দীনেশ বাবুকে চট্টগ্রামে 'গাবুরাণী' শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আদৌ ঠিক নহে। চট্টগ্রামে 'গাভুর' ও 'গাভুরালী' প্রচলিত আছে, কিন্তু 'গাবুরাণী' নাই। গাভুরের স্ত্রীলিঙ্গে 'গাভুরাণী' হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশে তাহা প্রচলিত নাই। গৃহস্থালী কার্য্যে নিযুক্ত চাকরকেই এখানে 'গাভুর' বলা হয়; সাধারণ স্থলে এবং ভদ্র সমাজে তৎপরিবর্ত্তে 'চাকর' ব্যবহৃত হয় মাত্র। এই পুথিতে উল্লিখিত 'গাবরের' বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 'গাঠ্যার' শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। 'গাঠ্যা' বলিতে চট্টগ্রামে এক রকম গাছকে বুঝায়। গাঠ্যার মত অনমনীয় বলিয়া সুতরাং গোঁয়াড় লোককেও 'গাঠ্যা' বলা হয়।

গিরিবে (উ)—পড়িবে।

গুমান (পা)—অহঙ্কার।

গোসা (উ)—ক্রোধ।

ঘরদল—মিত্রপক্ষ।

ঘরকে—ঘরে।

চৌবঞ্চ—শব্দটি 'চৌপঞ্চ' হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত।

ছামনী—ঠিক বুঝিলাম না। এই দেশে 'ছাওন (ছামন)' বলিয়া একটা শব্দ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহার অর্থ বাসন। 'ছামনী'ও সম্ভবতঃ তদর্থ-বোধক হইবে।

ছিণ্ডা— } ছেঁড়া।
ছেণ্ডা— }

জটে—জটায়, চুলে।

জরু (উ)—স্ত্রী।

জস—যশঃ।

জায়—'জা' অর্থে স্বামীর ভ্রাতৃ-জায়াকে বুঝায়।

জাহির—প্রকাশ।

জিন্যা—জিনিয়া।

জোহার—(৪পৃঃ) নিবেদন।

ঝাট—শীঘ্র। 'ঝটিতি' শব্দের অপভ্রংশ।

ঝারি—জলপাত্র, ভৃঙ্গার।

ডাল্যা—ডালিয়া, বিছাইয়া।

টীটীর—বিদ্যাপতির পদাবলীতে 'টীট' শব্দের ব্যবহার আছে। তাহার অর্থ চতুর। ইহা সম্ভবতঃ ঐ শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক।

তথি—তাহাতে।

তল্লাস - তালাস, সন্ধান।

তামাম (পা)—সমস্ত।

দরিয়া (পা)—নদী, সাগর।

দরোক—(২৭ পৃঃ) বৃক্ষ। পারস্য 'দরখ্‌ত্‌' অথবা সংস্কৃত 'দারুক' হইতে উৎপন্ন।

দরোকতলা—বৃক্ষতলা।

দহ—'নদী' বা 'সমুদ্র' অর্থে ব্যবহৃত।

দিওল—দীর্ঘ। প্রাচীন সাহিত্যে 'দিঘল' রূপেও ব্যবহৃত আছে।

দিঠে—দৃষ্টিতে।

দিল—মম।

দিস্তার (পা)—পাগড়ী। 'দস্তার' হইলেই বিশুদ্ধ হইত।

দুহাকার—দু'য়ের, দুই জনের।

দেকু—(১৭ পৃঃ) দেউক।

দেওর—দেবর।

দেওয়ান (আ)—ফকির। (ইহা ছাড়া অন্য অর্থও আছে।)

দোন—দুই। (এখনো চট্টগ্রামে প্রচলিত।)

দুসর—দোসর, দ্বিতীয়।

নফর (উ)—গোলাম, কিঙ্কর।

নয়া—নূতন। 'নব' শব্দের অপভ্রংশ-জাত।

নাড্যা—নাটুয়া, নর্ত্তক।

নিজঙ্গালি—জঙ্গাল-শূন্য।

নিয়ড়ে—নিকটে।

নিয়ত (আ)—মানস।

নেতের—বস্ত্রের।

পক্ষ—(৪২ পৃঃ) পক্ষী। এই অর্থে অনেক স্থলেই 'পক্ষ' ব্যবহৃত দেখা যায়।

পড়ু—(১০ পৃঃ) পড়ুক।

পণাপণ—(৫ পৃঃ) বাজি ধরাধরি।

পরদল—(৩ পৃঃ) শত্রুপক্ষ।

পরসে—পরিবেশন করে।

পাইতাঙ—পাইতাম।

পাঙস—(২৮ পৃঃ) ঠিক বুঝিলাম না। কোন রকম 'মৃৎপাত্র' হইবে।

পাঞ্জর—পিঁজরা, খাঁচা। 'পঞ্জর' শব্দের অপভ্রংশজাত।

পারা—(১২ পৃঃ) বুঝি, সম্ভবতঃ। স্থানে স্থানে এই অর্থে 'প্রায়' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

পেকাম্বর—আরব্য 'পয়গাম্বর' শব্দ-জাত। 'পয়গাম' অর্থ সংবাদ। সুতরাং 'পয়গাম্বর' অর্থ (ঈশ্বরের) সংবাদবাহক।

পেলে—ফেলে।

পেলিয়া—ফেলিয়া।

পোরস—(৩ পৃঃ) সম্মান, সমাদর।

প্রায়—বুঝি, সম্ভবতঃ। কোন কোন স্থলে এই অর্থে 'পারা' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়।

প্রীত—প্রীতি।

ফকিরা—ফকির। তুচ্ছার্থে 'ফকিরা' ব্যবহৃত হইয়াছে।

বঙ্গ—(৩ পৃঃ) 'বঙ্গ' না হইয়া 'বঙ্ক' হওয়াই উচিত ছিল। বঙ্ক অর্থ—নদীর বাঁক।

বজর—বজ্র।

বন্ধখানা—বন্ধন-গৃহ, কারাগার।

বপুনট—(৯ পৃঃ) অবনত-দেহ, নতশির।

বরছি—(৩ পৃঃ) অস্ত্রবিশেষ।

বরিসেক—বৎসরেক কাল।

বাইৎসার—বাদসাহের।

বাঙ্গাল—এ দেশে নিরক্ষর লোককেই 'বাঙ্গাল' বলে। এই পুঁথিতে দাঁড়ি মাঝিদিগকেই 'বাঙ্গাল' বলা হইয়াছে।

বাজ—(১০ পৃঃ) বজ্র। এক রকম পক্ষীকেও বাজ বলে। (৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

বাৎ (উ)—বাক্য।

বান্যা—বাণিয়া, স্বর্ণকার।

বিচে (উ)
বিচেতে } মধ্যে।

বিহা—বিবাহ।

বেইমান (পা)—অবিশ্বাসী।

বেউস্যা—বেশ্যা। যতিভঙ্গ-দোষ পরিহারার্থ 'বেশ্যা' শব্দের সম্প্রসারণে এরূপ করা গিয়াছে। তুলনা—আউট (আট), সাউধ (সাধু), আওয়াস (আবাস)।

বেপার—বাণিজ্য।

বেমান—বেইমান, অবিশ্বাসী।

বোই—বই, ব্যতীত।

ভরমে—ভ্রমে, ভুলে।

ভিখ—ভিক্ষা।

ভেটিতে—দেখা করিতে।

ভোকছানি—(২৭ পৃঃ) 'ভোক' অর্থ ক্ষুধা। "ক্ষুধার কারণে মোর লাগে ভোকছানি"—এ স্থলে উহার কি অর্থ হইতে পারে, ঠিক বুঝা গেল না।

ভৃত্ত—ভৃত্য।

মনিন—আরবা 'মোহ্‌মেন' শব্দের অপপ্রয়োগ। অর্থ ধাম্মিক।

মল্যে—মৈলে, মরিলে।

মালা—(৬ পৃঃ) নারিকেলের মালা। ফুলের মালা অর্থও বুঝায়।

মাহিনা (উ)—মাস। এখন 'বেতন' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মার্ত্তা (আ)—বিত্ত। বাঙ্গালায় 'মালমার্ত্তা' খুব প্রচলিত আছে।

মৌনিত—মৌন।

যুয়ায়—যুক্ত বা উচিত হয়। 'জুয়ায়' রূপেও প্রচলিত আছে।

রই ঘর—(১ পৃঃ) নৌকার কামরাবিশেষকেই 'রইঘর' বলা গিয়াছে,

সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ঠিক কোন্ স্থান, বুঝা গেল না।

রদ (আ)—রহিত।

রাহা (পা)—রাস্তা। 'রাহাজানি' শব্দ বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত।

রাহে—রাস্তায়।

রূপসিনি—রূপসী, সুন্দরী।

লস্কর (পা)—সৈন্য, ফৌজ।

সুদ্ধা—শুদ্ধ, সহ।

সদা (পা)—(৪ পৃঃ) সওদা, বাণিজ্য। যাহারা সওদা করে, তাহারা সওদাগর (সদাগর)।

সফর (আ)—মুসাফিরী, প্রবাস। 'বড় লাটের সফর' ইত্যাদিতে এখন এই শব্দ বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত (যদিও অর্থে একটু ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে।)

সম্পট—(৩২ পৃঃ) অভিধানে এরূপ কোন শব্দ দেখা যায় না। "মধুপানে যেমন সম্পট করে কেলি"—এই বাক্যে 'সম্পট' না হইয়া 'ষট্‌পদ' হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

সয়চান—শয়চান, শ্যেন পক্ষী।

সাধবের—(১০-১১ পৃঃ) সাধুগণের, সওদাগর দুই জনের। যেখানে একাধিক ব্যক্তি বুঝাইয়াছে, সেখানেই 'সাধু' শব্দের এই সংস্কৃত বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

সাধ্যে—সাধুকে, সওদাগরকে।

সায়—সাঙ্গ, সমাপ্ত।

সিতাবি / সিতাবে } শীঘ্র। উর্দ্দু 'সেতাবি' শব্দ-জাত।

সিথি—অলঙ্কার-বিশেষ ; সম্ভবতঃ সিঁথীপাট।

সেতবন্দ—সেতুবন্ধ।

হকিকত—(৩০ পৃঃ) বিবরণ।

হয়্য—হইও।

হর দেখ—(৮ পৃঃ) চাহিয়া দেখ। 'হর' এখন 'হের' রূপে ব্যবহৃত।

হাডকের—(৪ পৃঃ) হড্ডকের, হাড়ির।

হাণ্ডী—হাঁড়ি, মৃৎপাত্র।

হাসিল (আ)—সিদ্ধি।

চট্টগ্রামে প্রচলিত নাই, এমন কয়েকটি গ্রাম্য কথা পুথির দুই এক জায়গায় আছে। সেই সমস্ত ঠিক বুঝিতে না পারায় তৎসম্বন্ধে আমি কোন টীকাটিপ্পনী করি নাই। পুথিতে উল্লিখিত পদ্মাবতী ও ভদ্রাবতী নদী, মগরা সাগর, কহর দরিয়া ও হিঙ্গুনাট সহর কোথায় অবস্থিত, তাহা আমার জানা নাই।

ভূমিকায় একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই পুথির কয়েক স্থলে 'বাশুলী' নামধেয়া এক দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। সকলেই জানেন, কবি চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবতার নাম বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী। নান্নুর গ্রামে অদ্যাপি তাঁহার মন্দির আছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামেও বিশালাক্ষী নাম্নী এক দেবী আছেন। উক্ত দুই স্থান ছাড়া আর কোথাও বাশুলী নাম্নী দেবী ছিলেন বা আছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সংসারে এত দেব-দেবী থাকিতে আমাদের কবি শুধু বাশুলী দেবীর নামোল্লেখ করিলেন কেন, সে কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আমার মনে হয়, কবিবল্লভ বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত

নান্নুর বা ছাতনা গ্রামে না হউক, অন্ততঃ তাহার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই পুথির ভাষা কোন্ দেশের, তাহা আমার বলিবার উপায় নাই। উহার ভাষা যে দেশের বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, এখন কবি সেই দেশেরই অধিবাসী হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভূমিকায় আরও একটা কথা বলা হয় নাই। "রসকদম্ব" নামক একখানি পুথিতেও কবিবল্লভ নামধেয় জনৈক কবির ভণিতি দেখা যায়। উহাঁর গুরুর নাম উদ্ধব দাস। "কৃষ্ণসংহিতা" নামক কোন গ্রন্থাবলম্বন করিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ঐ পুথির শেষে কবির পরিচয়সূচক এই কথাগুলি আছে;—

"নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধব দাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভান॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃত লিখিল রস সর্ব্বজীবে লাগি॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা॥
করোত জাতির মহাস্থানের সমীপে।
আমবাড়া গ্রামেত বাস আছিল স্বরূপে॥
ফাল্গুনী ফাল্গুন কাগু পৌষমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়ে একমতি।
শ্রীকবিবল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি॥

ইতি শ্রীকবিবল্লভ-বিরচিত রসকদম্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্টেত্যাদি শ্লোক।

এই কবিবল্লভ ও "সত্যনারায়ণ পুথি"র রচয়িতা কবিবল্লভ ভিন্ন কি অভিন্ন ব্যক্তি, তাহার বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবদুল করিম।

শুদ্ধি-পত্র।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০ পৃঃ	অবিবহি	অবিবাহি
৩২ "	হুড়াহড়ি	হুড়াহুড়ি

UTTARPARA JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY
EST. 1846